রাঁচি, রবিবার
26:03:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>163 >>11 Chaitra 1429 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৬৩ >> << ১১ই, চৈত্র ১৪২৯>>

কোভিডের উৎস ও চীনের বিরুদ্ধে মার্কিন মিথ্যাচার

বেইজিং ঃ বিশ্বব্যাপী কোভিড১৯ মহামারী ছড়িয়ে পড়ার পর তিন বছর গত হয়েছে। আর চীনের বিরুদ্ধে কোভিডের উৎস সম্পর্কে মার্কিন মিথ্যাচার নতুন করে শুরু হয়েছে। সম্প্রতি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের খবরে বলা হয়, মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে গৃহীত একটি বিলে মার্কিন সরকারকে কোভিড১৯ মহামারীসম্পর্কিত সব তথ্য প্রকাশের জন্য বলা হয়। এর কিছুদিন আগে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা, দৃশ্যত কোনো প্রমাণ ছাড়াই, কোভিডের উৎসব চীনের উহান গবেষণাগার বলে প্রচার করেছে। চীনের বিরুদ্ধে নতুন করে তদন্তের লক্ষ্য অবশ্যই চীনকে বেকায়দায় ফেলা। সম্প্রতি চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, এটি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক কারসাজি। কোনো প্রমাণ নাথাকা সত্ত্বেও, উহানের পরীক্ষাগার থেকে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার মিথ্যা প্রচার করে যুক্তরাষ্ট্র আবারও নতুন খেলায় মেতেছে। এতে বরং বিশ্বব্যাপী মহামারীর উৎস অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আন্তর্জাতিক সমাজ অবশ্যই এটি জানে। দুই বছর আগে মার্কিন রাজনীতিকরা কোভিড১৯ মহামারীকে কেন্দ্র করে চীনের ভাবমূর্তি নষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন দেশের পন্ডিতরা তাদের অভিযোগ খন্ডন করেন। ব্রিটেনের বিখ্যাৎ চিকিৎসক অধ্যাপক টম জেফার্সন বলেন, কোভিড১৯ মহামারীর উৎস চীন নয়। এ ভাইরাস সম্ভবত নর্দমা বা টয়লেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

বাজার দর
SENSEX : 57925.28 -289.31
NIFTY : 17076.90 -75.00

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
33.00 °c	22.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.01 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.47 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী)
55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 67,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের রাশিয়া সফর ফলপ্রসূ হয়েছে

বেইজিং ঃ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আমন্ত্রণে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় সফর করেছেন। সফর শেষে চীনের রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলর এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিন কাং এ সফরের অবস্থা সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন। চীনের দুই অধিবেশনের সফল সমাপ্তির ঠিক পরেই প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং রাশিয়া সফরে যান। যা এ বছর চীনা রাষ্ট্রপ্রধানের কূটনীতির একটি নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে। এ সফরের সময়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, পটভূমি বেশ জটিল হলেও এ সফর ফলপ্রসূ হয়েছে। সি চিন পিংকেন্দ্রিক চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বা সিপিসি'র কেন্দ্রীয় কমিটি দেশীয় উন্নয়ন এবং কূটনৈতিক কৌশলের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আন্তর্জাতিক জনমত মনে করে যে, প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের এবারের সফর বিশ্ব ভূরাজনীতিতে একটি সুদূরপ্রসারী ঘটনা। এতে শান্তি নির্মাণকারী হিসেবে চীনের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি, বড় রাষ্ট্র হিসেবে চীনের ভূমিকা ও দায়িত্ববোধ প্রদর্শিত হয়েছে, যা জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আরও বেশি স্থিতিশীলতা প্রদান করবে এবং বিশ্বের বহুমেরুকরণ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গণতন্ত্রায়নে সহায়ক হবে। সফর উপলক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট সি এবং প্রেসিডেন্ট পুতিন পৃথকভাবে স্বাক্ষরযুক্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে চীনরাশিয়া কৌশলগত সহযোগিতা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান শক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সফরকালে তারা সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে দীর্ঘমেয়াদি ও গভীর যোগাযোগ করেছেন। প্রেসিডেন্ট সি জোর দিয়ে বলেছেন, চীন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শান্তিপূর্ণ কূটনৈতিক নীতিমালা অনুসরণ করে। নিজ দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পথে চলার অধিকার প্রত্যেক দেশেরই আছে। বিভক্তির পরিবর্তে একতা, অশান্তির পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব মানবজাতির সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আন্তর্জাতিক সমাজের প্রত্যাশা পূরণ করে এবং মানবজাতির অভিন্ন লক্ষ্যের কমিউনিটি গঠন করতে চীন ও রাশিয়ার একসঙ্গে কাজ করা উচিৎ। উভয় পক্ষ চীনরাশিয়া সম্পর্ককে একটি বিস্তৃত এবং দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে, জাতিসংঘকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে রক্ষা করবে এবং প্রকৃত বহুপক্ষবাদ অনুসরণ করবে। ১০ বছর পর প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং আবারও রাশিয়াকে তার নতুন মেয়াদের প্রথম গন্তব্যস্থান হিসাবে বেছে নিয়েছেন। এটি কোনও আকস্মিক ব্যাপার নয়। গভীর বিবেচনার পর নেওয়া একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এটি। আজ পর্যন্ত চীনরাশিয়া সম্পর্ক বিকাশের গভীর ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। চীন ও রাশিয়া একে অপরের বৃহত্তম প্রতিবেশী।

বিশাল বাহা সেন্দরা যাত্রায় জমা হয় প্রকৃতিপ্রেমীদের ভিড়

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ আদিবাসী সমন্বয় কমিটি, পাতকম দিশোম মাঝি পরগনা মাহাল, ঝাড়খণ্ড দিশোম বাহা (সারহুল) কমিটি এবং ইউনাইটেড গ্রাম সভা দ্বারা ইচাগড় পুরাতন হাইস্কুল মাঠ থেকে বিশাল বাহা যাত্রা শুরু করে খুদিডিহ, চৌকা এবং চান্ডিল গোল চক্করে সিধু কানহোর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এর পরে সবাই চান্ডিল বাসস্ট্যান্ড সিনেমা হলের পাশে জমা হয় এবং চান্ডিল বাজার, স্টেশনে হয়ে গাঙ্গুডিহ দিশোম জাহের গাড় গাঙ্গুডিহতে পৌঁছায়। পাতকম মাঝি পরগনা মাহালের মহাসচিব শ্যামল মার্ডি সরহুল পূজা উপলক্ষে বলেন এটি প্রকৃতির পূজা এবং ঝাড়খণ্ডের একটি প্রাচীন উৎসব। উৎসবের সময় শাল ফুল জহেরথান বা সারনা স্থলে আনা হয় এবং মাঝি বাবা (পুরোহিত) দ্বারা শাল গাছের নীচে পূজা করা হয়। দিশোম সরহুলে, প্রকৃতির দেবতাদের সাল ফুল ও ফল দিয়ে পূজা করা হয়। ঝাড়খণ্ডের সমস্ত আদবাসি সমাজ এই উৎসবটি উৎসাহ এবং আনন্দের সাথে উদযাপন করে। এই উৎসবে নারীপুরুষ ও শিশুরা বর্ণিল ও জাতিগত পোশাকে ঐতিহ্যবাহী নৃত্য পরিবেশন করে। তিনি বলেন, সরহুল পূজার দ্বিতীয় দিনে বাহা সেন্দরা যাত্রা বের করা হয় যা আমাদের আদিবাসীদের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। এই উপলক্ষে প্রকাশ মার্ডি, ভদ্রু সিং সর্দার, সুচাঁদ ওরাওঁ, ডোমন বাস্কে, জ্যোতিলাল বেসরা, শক্তিপদ হাঁসদা, মহাবীর হাঁসদা, বুদ্ধেশ্বর মাঝি, গুরুপদ হাঁসদা, চারু চাঁদ কিস্কু, গুরুচরণ কিস্কু, সুখরাম হেমব্রম, মানিক সিং, শ্যামল মার্ডি উপস্থিত ছিলেন।

চীনের তুলা শিল্পে গুণমান বৃদ্ধিতে অগ্রগতি

বেইজিং ঃ চীনের তুলা শিল্প পণ্য সরবরাহের ধারা ও গুণগত মানে অগ্রগতি নিশ্চিত করে বাজারের চাহিদা পূরণ করে যাবে। গত বৃহস্পতিবার অল চায়না ফেডারেশন অব সাপ্লাই এন্ড মার্কেটিং কোঅপারেটিভস এ কথা জানায়। একটি বার্ষিক শিল্প সম্মেলনে এই ফেডারেশন কাউন্সিলের উপপরিচালক হৌ শুন লি বলেন, চীন বিশ্বের বৃহত্তম তুলা উৎপাদনকারী, আমদানিকারক এবং ভোক্তা। একইসাথে বস্ত্র ও পোশাক পণ্যের বৃহত্তম রপ্তানিকারকও চীন। হৌ পণ্য উদ্ভাবনের অগ্রগতি, অভ্যন্তরীণ চাহিদা সম্প্রসারণ এবং এই খাতের নানা পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি প্রযোগে করার আহ্বান জানিয়েছেন। হৌ আরো বলেন, তুলা উৎপাদনের বন্টন অপ্টিমাইজ করার জন্যও চেষ্টা করতে হবে। বস্ত্র শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং স্থিতিশীল সরবরাহ চেইন বজায় রাখায় জোর দিতে হবে।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করা সংক্রান্তে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার প্রতিক্রিয়া ঃ বিজেপির বিরুদ্ধে বৃহৎ গন আন্দোলন গড়ে তোলার হুমকি

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ দেশের রাজনীতিতে ভূমিকম্প সৃষ্টিকারী এক খবর বর্তমান সারা দেশজুড়ে এক তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সাংসদ পথ খারিজ। অর্থাৎ লোকসভার সদস্য পদ হারালেন কংগ্রেসের এই বিতর্কিত নেতা। এই খবর প্রচারিত হওয়ার পর মুহূর্ত থেকে দেশের রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল, শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের নেতারা এক্ষেত্রে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করে চলেছেন। এবার অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরাও এই গুরুতর বিষয়ে একইভাবে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন সারাদেশে বিজিবির বিরুদ্ধে বৃহৎ গন আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন গুজরাটের একটি নিম্ন আদালত কংগ্রেসে নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে দেওয়া রায়ের বিপরীতে উচ্চ আদালতে আবেদন করার জন্য একই আদালত ৩০ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই রায় দানের একদিন পরেই অতি তাড়াতাড়ি ভাবে রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করে বিজেপি যে অসহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে সেটাকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অতি প্রিয় উদ্যোগপতি আদানির ব্যবসার ক্ষেত্রে অনিয়ম এর বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য জয়েন পার্লামেন্টারি কমিটি অর্থাৎ যেপিসি গঠনের জন্য রাহুল গান্ধী অহরহ দাবি জানিয়ে আসছেন। বিজেপি সরকারের নানা ভুল ত্রুটি সদনের বাইরে ভিতরে তুলে ধরেছেন। এর পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্টেট ব্যাংক এবং এলআইসি ইত্যাদিকে বিজেপি ভুল নীতি গ্রহণ করে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরেছেন রাহুল গান্ধী। তাছাড়া বিজেপির নানা কুকাণ্ড জনসমক্ষে খোলাসা করার জন্য রাহুল গান্ধী সরব হয়ে উঠার ফলে তাকে রাজনৈতিক বলি বানিয়ে এইভাবে দলটি এই কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে আক্রোশ মূলক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন আইনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রক্রিয়া শুরু করার সুযোগ না দিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে বিজেপি রাহুল গান্ধীর কন্ঠ রোধ করতে চাইছে। কারণ এর আগেও অসমের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন রাহুল গান্ধীর পিতাকে তিনি জানেন না। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও বলেছিলেন ভারতবর্ষে তিনি জন্মগ্রহণ করার পর তার দুঃখ লাগে, ভারতবর্ষ একটি নোংরা দেশ, অতি দুর্নীতি গ্রস্ত দেশ। সে সময়ে কোনো ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেননি বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন ভারত জড়ো যাত্রার সময় রাহুল গান্ধীর সমর্থনে ২৮ টা ছোট বড় রাজনৈতিক দল রাজপথে বেরিয়ে এসেছিল। যার ফলে বিজেপি শংকিত হয়ে পড়েছিল। এবার রাহুল গান্ধীর কংঠ রোধ করার জন্য বিজেপি নতুন নতুন ষড়যন্ত্র রচনা করছে। কারণ বিজেপি এটা ভালো করে জানে যে দেশের বিকল্প নেতা হলেন রাহুল গান্ধী। ফলে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে আইনের বাহানা নিয়ে তার সংসদ পদ খারিজ করা হয়েছে। যাতে এই কংগ্রেস নেতা সংসদে মুখ খুলতে না পারেন। কিন্তু রাহুল গান্ধীর এই যুদ্ধ কংগ্রেস সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে যাবে। দেশের শাসন ক্ষমতা থেকে তথা দেশের সংবিধান বিরোধী স্বৈরতান্ত্রিক বিজেপিকে উৎখাত করার জন্য কংগ্রেস বৃহদ গণ আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে ঘোষণা করেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা।

দাবি 'চলো দিশপুর' গণ সমাবেশের আয়োজন করার কথা থাকলেও সেটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল

আজসু নেতা হরেলাল মাহাতো দাবি করেছেন সুরজ কালিন্দীর খুনিদের দ্রুত গ্রেফতার করতে

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ সেরাইকেলা খারসানা জেলার অন্তর্গত কপালি ওপি এলাকার ডোবো গ্রামের বাসিন্দা সুরজ কালিন্দী, যিনি আজসুএর একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত হন সুরজ কালিন্দী। শনিবার বিকেলে আজসু পার্টির কেন্দ্রীয় সচিব হরেলাল মাহাতো ডোবোর সুরজ কালিন্দির বাড়িতে পৌঁছে ঘটনার খোঁজখবর নেন। এ সময় হরেলাল মাহাতো সুরজ কালিন্দীর স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেন। এই সময় কেন্দ্রীয় সচিব রবিশঙ্কর মৌর্য, সেরাইকেলা খারসানা জেলা সভাপতি শচীন মাহাতো, জামশেদপুর জেলা সভাপতি কানহাইয়া সিং, পশ্চিম সিংভূম জেলা সভাপতি রামলাল সিং মুন্ডা সহ শত শত আজসু কর্মী উপস্থিত ছিলেন। এ সময় আজসু কর্মী সুরজ কালিন্দির ছেলে সোহেল কালিন্দি হরেলাল মাহাতোকে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তিনি জানান, শুক্রবার সন্ধ্যায় তার বাবা সুরজ কালিন্দির সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় কথা কাটাকাটি হয়। সুরজ কালিন্দী ফোনে কথা কাটাকাটি করে বাসা থেকে বের হওয়ার সময় স্পেল্‌ন্ডার বাইকে করে দুজন এসে গুলি করে পালিয়ে যায়। আজসু নেতা হরেলাল মাহাতো বলেন যে এই ঘটনাটি আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। হেমন্ত সরকারের আমলে হামেশাই ঘটছে কোনো না কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা। এই সরকার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে। অপরাধ দমনে পুলিশ প্রশাসন ব্যর্থ প্রমাণিত হচ্ছে। হরেলাল মাহতো বলেন, সুরজ কালিন্দী আজসু পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তার হত্যা পার্টির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি বলেন, যেকোনো প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় কর্মী তৈরি করতে অনেক সময় ও শক্তি লাগে। সুরুজ কালিন্দীর খুনিদের শাস্তির জন্য তুমুল আন্দোলন শুরু করবে আজসু পার্টি। হরেলাল মাহাতো বলেন, পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি যত দ্রুত সম্ভব সুরজ কালিন্দীর খুনিদের গ্রেফতার করে নির্যাতিতার পরিবারকে বিচারের ব্যবস্থা করা হোক। তিনি পুলিশ সুপারের কাছে খুনিদের গ্রেফতার করে দ্রুত বিচার আদালতের মাধ্যমে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। হরেলাল মাহাতো বলেন, যদি সুরজ কালিন্দির খুনিদের গ্রেফতার না করা হয়, তাহলে রাজপথে আঃেদালন করবে আজসু পার্টি। হরেলাল মাহাতো বলেন, ডোবো এলাকা এখন জমি দালালদের আস্তানায় পরিণত হয়েছে। ডোবো গ্রামের স্থানীয় গ্রামবাসীরা এখন অনিরাপদ বোধ করছে, গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা আতঙ্ক বিরাজ করছে যে কখন কিছু হবে আমরা জানি না। গরিবদুর্বল মানুষের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

কোডারমায় সাড়ম্বরে পালিত হল আদিবাসীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব সরহুল, নেচে উঠল মানুষ মাদলের তালে তালে

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। শুক্রবার ভক্তি ও আনন্দের মধ্য দিয়ে শেষ হলো আদিবাসীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব সরহুল। লক্ষীবাগীতে আদিবাসী ইউনিয়নের সভাপতি পবন মাইকেল কুজুরের সভাপতিত্বে সরহুল উৎসবের আযোজন করা হয়। অনুষ্ঠানের আগে আদিবাসী ঐতিহ্য অনুযায়ী সকল অতিথিদের স্বাগত জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে মাইকেল কুজুর বলেন, সরহুল উৎসব প্রকৃতি পূজার প্রতীক। জল, বন ও প্রকৃতি বাঁচাতে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে, তবেই মানব জীবন রক্ষা পাবে। তিনি বলেন, বিশ্ব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় আজও আদিবাসী সমাজ মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। সরহুল মহোৎসবে তিলাইয়া বস্তি, ঝর্ণা কুন্ড, নলওয়া, ঢোঢ়াকোলা , আবন্তরী, বেন্দি, ভিতিয়া প্রভৃতি দূর দূরান্ত থেকে আগত আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবক যুবতীরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করে আকর্ষণীয় নৃত্য পরিবেশন করে মাদলের তালে তালে। এর পূর্বে সরনা স্থলে পাহানের নেতৃত্বে পূজা করা হয়। অনুষ্ঠানে কৃষ্ণ বালামুচু, তুরান টপ্পো, নান্দু ওরাওঁ, প্রমোদ কিংেদা, জীবন টপ্পো, দীপক মুন্ডা, রাজীব, রূপেশ মুনা, ফ্রান্সিস, রাজীব কুমার, হরি শোরেন সহ আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজন উপস্থিত ছিলেন। সরহুলের মিছিলের কারণে কোডারমাতে দীর্ঘক্ষণ যানজটের পরিস্থিতি বিরাজ করে।

SJDA এর ১৪৭ তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ সোমবার শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের কার্যালয় অনুষ্ঠিত হলো ঋত্বিক এর ১৪৭ তম বোর্ড মিটিং। প্রায় ১৩০ টি নতুন কাজ নিয়ে এই মিটিংয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গিয়েছে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে SJDA চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন রাজ্য সরকারের নির্দেশনা সারে বর্তমানে জরুরি ভিত্তিক কাজের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে পরিকাঠামগত উন্নয়ন। আপাতত বহু বছর আগে এসজেডিয়ে যে সমস্ত বড় কাজ নিয়েছিল সেই সমস্ত কাজ বন্ধ থাকবে। কাজ গুলো পুনঃমূল্যায়ন করার পর ফের কাজ গুলি শুরু করা হবে। তিনি আরো জানান ক্স২০ সামিটের আগে যেই দায়িত্ব ঋত্বিক কে দেওয়া হয়েছিল তার প্রায় বেশিরভাগ কাজই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। দ্রুত বাকি কাজ গুলো করা হবে।

দিদির ডুট প্রোগ্রামে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিষেবার জন্য নিবন্ধিত ব্যক্তিদের নাম

উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুর ব্লকে পন্ডিত পোতা দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন গ্রামে আজ দিদির দুত কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কৌশিক গুণ সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। কৌশিক গুণ বলেন গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের কাছে যাচ্ছি কেউ যেন সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত না হন। তিনি বলেন কারো স্বাস্থ্য সাথী কার্ড কারো লক্ষ্মী ভান্ডার কার্ড হয়নি তাদের নাম অ্যান্ড্রয়েড ফোনের বিশেষ অ্যাপস নাম নথিভূক্ত করে করে পাঠিয়ে দিলে সরকারি আধিকারিকরা এসে তাদের সব ঠিক করে দেবে। আরো বলেন আগে যে কোন একটি কাজ করতে পঞ্চায়েত অফিস বা বিডিও অফিস ঘুরতে ঘুরতে জুতোর তলা খুলে যেত । আরো বলেন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ভালোই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে

ওভারটেক করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় ভেঙে পড়ল ট্রাক

শিলিগুড়ি ঃ ওভারটেক করতে গিয়েই দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ির আমাই দিঘি এলাকার শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ৩১ নং জাতীয় সড়কের উপরে।জানাগেছে ওভারটেক করতে গিয়েই একটি ট্রেলার এবং ট্যাঙ্কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় আহত হয়েছে ২ জন।দুমড়ে মুচড়ে যায় ট্রেলারটির সামনের অংশ। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়ি দুটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়

নোংরা ও আবর্জনার স্তুপে ছেয়ে রয়েছে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বর

জলপাইগুড়ি ঃ নোংরা ও আবর্জনার স্তুপে ছেয়ে রয়েছে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বর। জঞ্জালের স্তুপের জন্য এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থার রীতিমতো বেহাল পরিস্থিতি। এজন্য সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে হাসপাতালের গেট থেকে শুরু করে গোটা এলাকা। দুর্গন্ধময় এই নোংরা জলের জন্য হাসপাতালের সামনে থাকা দোকানগুলো খুলতে পারেননি ব্যবসায়ীরা।

বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল স্বরূপ মণ্ডল। জলপাইগুড়ির টিবি হাসপাতালপাড়া সংলগ্ন সঞ্জয় নগর কলোনি এলাকায় রয়েছে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। হাসপাতালের আশেপাশে রয়েছে প্রায় ৫০ দোকান ঘর। গত দুদিনের বৃষ্টিতে জল জমে থাকার কারণে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন স্থানীয় ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে গেটে ঢোকার মুখেও জল জমে থাকায় রোগী এবং রোগীর আত্মীয়রা সমস্যায় পড়ছেন। দোকানের ভেতরে জল ঢুকে যাওয়ায় দোকানগুলো বন্ধ রেখেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ঠিক না থাকায় জল ঢুকে যাচ্ছে দোকানে। এই বেহাল পরিস্থিতির কথা স্বীকার করে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সংটু দাস বলেন, জেসিবি মেশিনের মাধ্যমে ড্রেনগুলো পরিস্কার করার চেষ্টা করবেন তারা।

সাতসকালে এপি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

কোচবিহার ঃ সাতসকালে ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খারিজা ফলিমারি এপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকা জুড়ে। জানা যায় মঙ্গলবার সকালে ছাত্র ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করলে তারা দেখতে পায় বিদ্যালয়ের ঘরের বারান্দায় কেউ বা কারা বোমা তৈরির সরঞ্জাম ফেলে রেখে গেছে। আর তারপরেই আতঙ্কিত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকেরা পুলিশে খবর দেয় এবং পুলিশ এসে ওই বোমার সরঞ্জাম গুলি উদ্ধার করে।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণকমল বর্মন জানান, আজ যখন তিনি বিদ্যালয়ে আসেন তখন এক ছাত্র এসে তাকে জানায় যে ছাত্ররা যখন স্কুলে এসেছিল তখন তারা বোমা তৈরি সরঞ্জামের মতো কিছু জিনিস দেখতে পায় এবং তারা সেগুলি ফেলে দেয়। আর ছাত্রদের মুখে এমন কথা শোনার পরেই সেগুলি পর্যবেক্ষণের জন্য ছুটে যান প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকেরা। তিনি আরো জানান পর্যবেক্ষণের পর তিনি নিশ্চিত হন এটা বোমা তৈরীর সরঞ্জাম। আর তারপরে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। তিনি আরো জানান বিদ্যালয়ে চত্বরে বোমা তৈরির এমন সরঞ্জাম উদ্ধারের ঘটনায় তারা যথেষ্ট আতঙ্কিত।

লিংক ক্যানালের বাঁধ ভেঙ্গে ক্যানেলের জলে বন্যা পরিস্থিতি জটিয়াকালী এলাকায়

শিলিগুড়ি ঃ লিংক ক্যানালের বাঁধ ভেঙ্গে ক্যানেলের জলে বন্যা পরিস্থিতি জটিয়াকালী এলাকায়।আচমকাই রাতের অন্ধকারে ক্যানেলের জল হুহু করে গ্রামের অনেক বাড়িতে ঢুকে পড়ে। কিছুক্ষণের জন্য বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ফুলবাড়ী সংলগ্ন জটিয়াকালি ছাট প্রধানপাড়া এলাকায়।সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায় এলাকাবাসীদের মধ্যে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে হঠাৎ একটি বিকট শব্দ শোনা যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হুহু করে লিংক ক্যানালের জল ঢুকতে থাকে বাড়িতে।। ভয়ে বাসিন্দারা ছোটাছুটি শুরু করতে থাকেন। কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ঘরের জিনিস বাঁচাতেই তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েন সকলে।দেখা যায় বাড়ির উঠোন দিয়ে নদীর মতো জল বয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যেই জলে ভরে যায় রাস্তাঘাট ও বাড়ির উঠোন।খবর পেয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ছুটে আসেন ওই এলাকায়। যোগাযোগ করা হয় তিস্তা ক্যানেলের দায়িত্বে থাকা অফিসারদের কাছে। অবশেষে মেন ক্যানাল এর লক গেট বন্ধ করে জল কমিয়ে দিলে স্বস্তি পায় গ্রাম বাসীরা।তিস্তা ক্যানেলের এই লিঙ্কেলের পাশেই রয়েছে ঘনবসতি এবং সেই ক্যানেলের বাঁধ একেবারেই দুর্বল হওয়ার কারণেই এই ঘটনাটি ঘটেছে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।আজ সকালে ওই এলাকায় সেচ কর্মীরা পৌঁছে বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করেন।

বাড়িতে চুরির ঘটনায় মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত এলাকা থেকে গ্রেপ্তার তিনজন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির রণনগর এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত এলাকা থেকে গ্রেপ্তার তিনজন।গতকাল তাদের গ্রেপ্তার করা হয় ও মঙ্গলবার তাদের শিলিগুড়ি আদলতে পাঠানো হয়।জানা গিয়েছে,রিনা মন্ডল নামে এক মহিলা তার বাড়ি রণনগর এলাকায়।কর্মসূত্রে শিলিগুড়ির খাপরাইল মোড় এলাকায় তিনি চায়ের দোকান করতেন,পাশাপাশি ওই এলাকায় বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন।দীর্ঘদিন ধরে ওই বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে এক এক করে বাড়ির সমস্ত জিনিষ চুরি যায় বলে অভিযোগ।গতকাল তিনি তার রণনগরের বাড়িতে গিয়ে দেখেন বাড়ির আসবাবপত্র থেকে শুরু করে কোনো সামগ্রীই সেখানে নেই সব চুরি গিয়েছে।তৎক্ষণাৎ তিনি মাটিগাড়া থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে গতকাল রাতেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ।ধৃতদের নাম,বিশ্বজিৎ হালদার (২৯),রকি রায় (২৩),শ্রীনন্দন সরকার (৩০)।পুলিশ সূত্রে খবর,বিশ্বজিৎ হালদার রিনা মন্ডলের ছেলে।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান নেশার সামগ্রী কেনার উদ্দেশ্যে এই সামগ্রী গুলি তারা সেখান থেকে সরিয়ে বিক্রি করতো।ধৃত শ্রীনন্দন সরকারের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া বেশ কিছু আসবাবপত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ।ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

প্রতি মঙ্গলবার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে পর্যটকদের প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ

আলিপুরদুয়ার ঃ ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির নয়া ফরমানে জঙ্গল পর্যটনে কোপ বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে।কেন্দ্রীয় বাঘ সংরক্ষক সংস্থায় নির্দেশ মেনে সপ্তাহের প্রত্যেক সপ্তাহে মঙ্গলবার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে পর্যটকদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।ওই বিশেষ দিনে বন্ধ থাকবে জিপসি সাফারি।আগামী ১ এপ্রিল থেকে লাগু হবে ওই নিয়ম।যদিও দেশের অন্যান্য ব্যাঘ্র প্রকল্পে বহু দিন ধরেই ওই নিয়ম চালু ছিল, সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প।আদতে মানুষের কোলাহল থেকে বাঘ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণিদের সপ্তাহের একটা দিন অব্যহতি দিতেই ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির ওই সিদ্ধান্ত।মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য বনদপ্তরের ওই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন । এই বিষয়ে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডাইরেক্টর অপূর্ব সেন জানান সপ্তাহে একদিন বক্সা জঙ্গলে পর্যটকদের প্রবেশ পুরোপুরি নিষিদ্ধ । এমনকি সেদিন সাফারি থেকে শুরু সব কিছু বন্ধ। শুধুমাত্র বক্সা এলাকার যারা বাসিন্দা তারা ভিতরে থাকতে পারবে ।

প্রার্থী বাছাইকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা তৃণমূলের একাংশ কর্মীদের মধ্যেই

মালদা ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রার্থী বাছাইকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো মানিকচক থানার নুরপুর এলাকায়। বৈঠক চলাকালীন তৃণমূলের একাংশ কর্মীদের নিজেদের মধ্যেই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। সেই হাতাহাতি থেকে শুরু হয় তুমুল সংঘর্ষ। আর তাতেই জখম হয় দলেরই চারজন। মঙ্গলবার দুপুরে এই সংঘর্ষের খবর পেয়ে নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বরমপুর এলাকার তৃণমূল কার্যালয় পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। আহতদের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন নুরপুরে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে বরমপুর বুথের প্রার্থী নিয়ে আলোচনা বৈঠক হয়।সেখান চারজনের নাম ঠিক করা হয়। সেই নামকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ শুরু হয়। আহতরা বর্তমানে মানিকচক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহতদের নাম লাটু শেখ (৪৫), রজিম শেখ(৩৫), রবিউল শেখ (৪২) এবং অতিউল শেখ (৩৮)। এই ঘটনায় মারধরের অভিযোগ উঠেছে এলাকার তৃণমূল নেতা সাবির শেখ এবং জাবির শেখের বিরুদ্ধে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মানিকচক থানার পুলিশ।

সুজালী গ্রাম পঞ্চায়েতে দিদির দুত কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের চোপড়া বিধানসভা এলাকার কমলা গাঁও সুজালী গ্রাম পঞ্চায়েতে দিদির দুত কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন চোপড়া বিধানসভার বিধায়ক হামিদুল রহমান কমলাগাঁও সুজালী গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি আব্দুল হক তৃণমূল কংগ্রেসের ইসলামপুর ব্লকের সহ সভাপতি কামাল উদ্দিন সহ তৃণমূল নেতৃত্ব আজ এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। বিধায়ক হামিদুর রহমান বলেন সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতে কিছুদিন আগে সেন্ট্রাল টিম এসে কাজের প্রশংসা করে গিয়েছে। এই অঞ্চলের ৯৯ মানুষ কাজে সন্তুষ্ট। তিনি আরো বলেন এত মানুষের ঢল কারণ দিদির হাত কে শক্ত করার জন্য। ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি কামাল উদ্দিন বলেন পঞ্চায়েত ভোটে বিরোধী দলদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আসুন মিলে মিশে একসঙ্গে লড়াই করি। তিনি কটাক্ষ করে বলেন বিরোধীদের সংগঠন নেই তাদের দলের পতাকা ধরার লোকও নেই। নিরঙ্কু সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পঞ্চায়েত গঠন হবে। তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি আব্দুল হক বলেন যতদিন বাম সরকার ছিল ততদিন বিভিন্ন সময় ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকতো এই অঞ্চলে। বর্তমানে তৃণমূল সরকার আসার পর থেকে উন্নয়ন হয়েছে যার জন্য এই সাধারণ মানুষের ঢল নেমে পড়েছে আজকের এই কর্মসূচিতে

দু'মাসের জন্য আবার অস্থায়ী উপাচার্য পদে ওমপ্রকাশ

শিলিগুড়ি ঃ দু'মাসের জন্য আবার অস্থায়ী উপাচার্য পদে ওমপ্রকাশ। আগামী দুমাসের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার হিসাবে নিযুক্ত হলেন ডক্টর নুপুর দাস এবং ফিনান্স অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হলেন ডক্টর অমলান মজুমদার। গত ২৫শে জানুয়ারি দ্বিতীয় বার অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে মেয়াদ ফুরনোর পরে, ওমপ্রকাশ ফিরে যান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে শিক্ষকতায়।মঙ্গলবার ফের অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে চলেছেন ওমপ্রকাশ মিশ্র।সোমবার ওমপ্রকাশ জানান, কাজে যোগ দিয়েই রেজিস্ট্রার ও ফিনান্স অফিসার নিয়োগকেই অগ্রাধিকার দেবেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন হওয়ার ৫৪ দিনের মাথায়, সোমবার আচার্য এবং উচ্চ শিক্ষা দপ্তর থেকে ওমপ্রকাশ মিশ্রকে ফের অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে নিয়োগের বিষয়টি তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়।যদিও রাত পর্যন্ত ওমপ্রকাশের কাছে কোনও চিঠি পৌঁছয়নি বলেই তিনি জানান।গত ২৫শে জানুয়ারি দ্বিতীয় বার অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে মেয়াদ ফুরনোর পরে, ওমপ্রকাশ ফিরে যান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে শিক্ষকতায়। সেই থেকে উপাচার্যহীন এই বিশ্ববিদ্যালয়। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি ফিনান্স অফিসার অবসর নেন, একই দিনে অস্থায়ী রেজিস্ট্রারের মেয়াদও ফুরোয়। উপাচার্য ছাড়া, ওই দুই পদে কাউকে নিয়োগ করা বা দায়িত্ব দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ওমপ্রকাশ এ দিন বলেন, ''আচার্য এবং উচ্চ শিক্ষা দপ্তর থেকে আমাকে অস্থায়ী উপচার্য হিসাবে নিয়োগের বিষয়টি এ দিনই জানানো হয়েছে। সে মতো আজ, মঙ্গলবার দু'মাসের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে কাজে যোগ দেব। উদ্ভূত অচলাবস্থা কাটাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবো। রেজিস্ট্রার এবং ফিনান্স অফিসার পদ যাতে শূন্য না থাকে, সেই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।''

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সমস্ত অসম্পূর্ণ উন্নয়ন কাজ দ্রুত শেষ করুন উদয়ন গুহ

মালদা। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সমস্ত অসম্পূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত শেষ করে দেওয়া করার নির্দেশ দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। এক্ষেত্রে অর্থের কোনো সমস্যা হবে না বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী। কারণ, কাজ শুরুর আগেই টেন্ডার প্রক্রিয়ার সময়ই সংশ্লিষ্ট কাজের অর্থ বরাদ্দ করা হয়। সুতরাং সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা ভেবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে যেগুলো সার্বিক উন্নয়ন কাজ চলছে, তার দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। মঙ্গলবার দুপুরে মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিভিন্ন কাজের কি অবস্থা তা নিয়েই বৈঠক করেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, বস্ত্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী সহ জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। এদিন জেলা প্রশাসনের কর্তাদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন কাজের পর্যালোচনা করেন মন্ত্রী। যেসব কাজ শুরু হয়েছিল তা বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে এবং সেইসব কাজের সম্পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে আরো কতদিন সময় লাগবে, মূলত সেইসব বিষয় নিয়ে এদিন বৈঠকে আলোচনা করা হয়। বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে যে বাড়তি সময় দেওয়া হয়েছিল, তা কমিয়ে দ্রুততার সাথে কাজে গতি আনার নির্দেশও দিয়েছেন মন্ত্রী। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, মালদা জেলায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বরাদ্দ অর্থে খুব ভালো কাজ হচ্ছে। সেই কাজের পর্যালোচনা এদিন করা হয়েছে। নানান ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে কোথাও কোনো সমস্যা নেই। এমনকি আমার কাছে দুর্নীতির কোন অভিযোগও আসে নি। যেসব এজেন্সি কাজ করছে, সে রাস্তা হোক, সেতু হোক বা অন্যান্য কিছু। সেইসব কাজের মান খতিয়ে দেখা হয়েছে। তার খোঁজ খবর নেওয়া হয়েছে। তবে কাজে গতি আনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন এজেন্সি গুলোকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে । কম সময়ের মধ্যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ শেষ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আবার এক স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়

শিলিগুড়ি ঃ মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানাআর অন্তর্গত আবার এক স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায় । কয়েকদিন হলো মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আর এরই মধ্যে শনিবার দুপুরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলো এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দীপা সাহা। শনিবার দুপুর নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ফুলবাড়ী ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাওয়াপাড়া এলাকায়। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এই ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ ছিলো না।দীপার বাবা ও মা দুজনই কাজের জন্য সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।আর এরই মধ্যে ঘটনা ঘটিয়ে বসলো বছর সতেরোর দীপা সাহা। বাবা শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনে কাজ করে এবং মা পরিচারিকার কাজ করে বলে জানা গেছে। আজ দুপুরে এক প্রতিবেশী দীপার মায়ের খোঁজ করতে বাড়িতে যায়। অনেক ডাকাডাকির পর কেউ সাড়া না দাওয়ায়, ঘরে উঁকি মারতেই দেখে দীপার ঝুলন্ত দেহ। এরপর সে অন্যান্য প্রতিবেশীদেরকে বিষয়টি জানায় ।প্রতিবেশীরাই তড়িঘড়ি দেহ নিচে নামায় এবং দীপার মাসিকে ফোন করে বিষয়টি জানায়! এরপর খবর দেওয়া হয় দীপার মা এবং বাবাকে! এদিকে এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর দেওয়া হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশকে! খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ! ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

ক্লাসরুমেই ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ, তিনজনেরই পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ

মালদা ঃ ক্লাসরুমেই ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে গাজোলের একটি জুনিয়র হাইস্কুলে। এই ঘটনায় নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে গাজোল থানার পুলিশ। ধৃতদের একজন আবার নির্যাতিতার বান্ধবীর দাদা। গোটা ঘটনায় স্কুলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নির্যাতিতার মা। ঘটনার প্রেক্ষিতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গাজোল জুড়ে।

ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার। ওই জুনিয়র স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা ৩৭। শিক্ষক রয়েছেন মাত্র একজন। সেদিন অসুস্থতার জন্য তিনি স্কুল যাননি। একই কারণে সোমবারও স্কুলে অনুপস্থিত ছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, শনিবার হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্রী স্কুলে গিয়েছিল। তবে শিক্ষক না থাকায় পঠনপাঠন হয়নি। তারা মিড ডে মিল খেয়ে বাড়ি চলে যায়। তবে খাবার খাওয়ার পরেও নির্যাতিতা ও তার এক বান্ধবী স্কুলে ছিল। সেই সময় বহিরাগত তিন যুবক স্কুলে ঢোকে। তাদের মধ্যে একজন ছাত্রীদেরই এক বান্ধবীর দাদা। তারা দু'জনকেই দোতলায় টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এক ছাত্রী কোনওমতে তাদের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যায়। এরপরেই ওই তিন যুবক এক ছাত্রীকে দোতলার একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এদিকে পালিয়ে যাওয়া ছাত্রীটি নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে সব কথা খুলে বললে স্কুলে ছুটে যান মা।

নির্যাতিতার মা বলছেন, এই ঘটনার জন্য দায়ী স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেদিন খবর পাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে গিয়ে দেখি, দোতলার ঘরে বসে মেয়ে কাঁদছে। অনেক জিজ্ঞাসা করলেও সে কিছু বলেনি। বাড়ি ফেরার পর মেয়ে সব ঘটনা খুলে বলে। এরপরেই গতকাল আমি গাজোল থানায় তিন যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছি। পুলিশ তিনজনকেই গ্রেফতার করেছে।

এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হতেই গতকাল রাতে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে গাজোল থানার পুলিশ। ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আজ ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তিনজনেরই পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

আগ্নেয়াস্ত্রসহ ২ যুবক আটক

শিলিগুড়ি ঃ এসওজি ও প্রধাননগর থানার পুলিশের অভিযানে শিলিগুড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার দুই যুবক।ধৃতদের নাম সমিউল শেখ(২১) ও সমিরুল শেখ(১৯)।দুজনই কালিয়াচকের বাসিন্দা।রবিবার শিলিগুড়ি জংশনে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে একটি অটোতে করে ঘুরছিল সমিউল শেখ ও সমিরুল শেখ।গোপন সূত্রের মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পারে এসওজি।এরপরই প্রধাননগর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালিয়ে দুজনকে ধরে এসওজি।তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটি কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ।আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ নিয়ে এই দুই যুবক শিলিগুড়িতে কি করছিল তা জানতে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রায়গঞ্জ মেডিকেলের হাসপাতাল লক্আপ থেকে বিচারাধীন বন্দি পলাতক

উত্তর দিনাজপুরঃ আবারো রায়গঞ্জ মেডিকেলের হাসপাতাল লক্আপ থেকে বিচারাধীন বন্দি পলাতক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে পলাতক ওই বন্দীর নাম রোশন কুমার শাহ্ (বয়স ২০)। গত ১৬ ই মার্চ তাকে রায়গঞ্জ সংশোধনাগার থেকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ই মার্চ পেটে ব্যাথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তী হয়। মঙ্গলবার বাথরুমে যাওয়ার নাম করে ফলস্ শিলিং ভেঙে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাদক পাচার সংক্রান্ত মামলায় সে বিচারাধীন ছিল। তবে এই নিয়ে একাধিকবার বন্দি পালানোর ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে হাসপাতাল চত্বরে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ক্ষমতা যার হাতে, সংগঠনও তার হাতে

কলকাতা ঃ নির্বাচন হলে তো লড়াই হবে, হারজিৎ থাকবে। তার থেকে এটাই ভালো, ক্ষমতাসীন দলের সংগঠনই শাসন করবে। পশ্চিমবঙ্গে সেটাই হয়।

অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ বলে, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা বদল হলেই সংগঠনগুলোও রাতারাতি ক্ষমতা বদল হয়। বাম আমলে সরকারি কর্মীদের সংগঠন কোঅর্ডিনেশন কমিটি ছিল চরম শক্তিশালী। সরকারি কর্মীদের বিষয়ে তারাই ছিল শেষকথা।

২০১১ সালে ক্ষমতাবদল হলো। কোঅর্ডিনেশন কমিটির প্রতাপও গেল। রাতারাতি ক্ষমতাবান হয়ে গেল তৃণমূলের রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন। তাদের মধ্যে ভয়ংকর কোন্দল আছে। মারামারি আছে। আলাদা মঞ্চ আছে। তা সত্ত্বেও তারাই প্রধান রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠন। একই ঘটনা ঘটেছে অধ্যাপক ও শিক্ষকদের সংগঠনের ক্ষেত্রে। বাম আমলে সিপিএমের শিক্ষক সংগঠন ছিল এবিটিএ। তারাই ছিল দোর্দন্ডপ্রতাপ। ক্ষমতার বদল হলো। এবার তৃণমূলের শিক্ষক সমিতি পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক ও শিক্ষা বিষয়ক কর্মচারী সমিতি সেই জায়গায় চলে গেল। বাম আমলে সিপিএম প্রভাবিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংগঠন ছিল ওয়েবকুটা। তারাই ছড়ি ঘোরাত। তৃণমূল আমলে সেই কাজটা করে ওয়েবকুপা। সম্প্রতি এই ওয়েবকুপার রাজ্য সভাপতি দাবি করেছেন, বিজেপির বর্তমান সভাপতি ও অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদার সাত বছর ধরে তাদের সংগঠনের সদস্য। বিজেপির রাজ্য সভাপতি হওয়ার পরেও তিনি ইস্তফা দেননি। আসলে ক্ষমতা যেখানে, কর্মীরাও সেখানে।

শুধু শিক্ষক, অধ্যাপকদের সংগঠনই, বাম আমলে অধিকাংশ অভিনেতা অভিনেত্রী ছিলেন বামপন্থি। ২০০৬ সালে বিধানসভা ভোটের আগের কথা। তখন আমি টিভিতে ছিলাম। ভোটের জন্য কলকাতা গিয়ে অ্যাঙ্কারিং করতে হয়েছিল। যতজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী সেসময় বিভিন্ন আলোচনায় গেস্ট হিসাবে এসেছিলেন, একজনকে বাদ দিয়ে তারা সকলেই দাবি করেছিলেন, তারা বামপন্থি এবং পারিবারিকভাবে বামপন্থায় বিশ্বাসী। পাঁচ বছর পরে রাজ্যপাট বদলের সম্ভাবনা যখন প্রব, তখন সবাইকে বলতে শুনেছি, তারা তো তৃণমূলকেই বরাবর সমর্থন করেন। ক্ষমতা বদলের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, তৃণমূলের ফেডারেশন টলিউড শাসন করছে। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের কথাই সেখানে শেষ কথা, এমন অভিযোগ অনেকবার উঠেছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে টলিউডে বিজেপি পাল্টা একটা সংগঠন করে প্রাধান্য পাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সফল হয়নি। অল্প কিছু অভিনেতা অভিনেত্রীই সেখানে গেছেন।

ভারতে প্রতিটি প্রভাবশালী দলে যে কত শাখা সংগঠন আছে ভাবতে পারবেন না। এর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে বিজেপি। তাদের তো সিএ, সাবেক সেনা কর্মী, ব্যবসায়ী, তথ্যপ্রযুক্তি, গরু ও উন্নয়ন, সংস্কৃতি, প্রতিরক্ষা, চিকিৎসক, আর্থিক, নির্বাচনী, মৎসজীবী, বিনিয়োগকারীপঞ্চায়েত, খেলাধুলা, শিল্পবাণিজ্য, ব্যবসায়ী, পুরসভা, প্রবীণ নাগরিক, ম্যানেজমেন্ট, মানবাধিকার সহ অসংখ্য সেল আছে বিজেপির।

তৃণমূলেরও প্রচুর সেল বা সংগঠন আছে। তারাই এখন নিজের নিজের ক্ষেত্রে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। তার জন্য কোনো সংগঠনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার দরকার হয় নমা। বিরোধীদের সঙ্গে শক্তির মহড়া নিতে হয় না। তাদের নেতাদের হাতে বিপুল ক্ষমতা থাকে। আইনজীবীদের সংগঠন, প্রেস ক্লাবের মতো কয়েকটি সংগঠন ব্যতিক্রম। সেখানেও দলবদল আছে। মাঝেমধ্যেই শোনা যায়, কোনো জেলায় প্রচুর আইনজীবী বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের সংগঠনে যোগ দিয়েছেন।

কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে বিধানসভা উপনির্বাচনে বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বায়রন বিশ্বাস জিতেছেন। তারপর মুর্শিদাবাদ বার কাউন্সিলের নির্বাচন হয়েছে। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের হারিয়ে দিয়েছেন কংগ্রেস বাম প্রার্থীরা। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদে এটা সম্ভব হয়েছে, কারণ, এই জেলা হলো কংগ্রেসের লোকসভার নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীর খাসতালুক। মুসলিমপ্রধান এই জেলায় গত বিধানসভায় একটা আসনও পায়নি কংগ্রেস বা বামেরা। সব আসনে জিতেছিল তৃণমূল। এমন ক্ষেত্রে অবধারিতভাবে সব সংগঠনে তৃণমূল প্রার্থীরা হইহই করে জেতে। কারণ এটাই দস্তুর।

কিন্তু মুর্শিদাবাদ যে এক্ষেত্রে উল্টো রাস্তায় চলেছে তার কারণ, অধীর চৌধুরীর জনপ্রিয়তা এবং দ্বিতীয় কারণ হলো, তৃণমূলের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক ওঠা একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগের প্রতিফলন। তাছাড়া গতবার সিংহভাগ মুসলিম ভোটার বিজেপিকে ঠেকানোর জন্য তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিলেন। এবার তারা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন।

কারণ, যাই হোক না কেন, মুর্শিদাবাদ বার অ্যাসোসিয়েশন উল্টো রাস্তায় হেঁটেছে। তবে আইনজীবীদের অ্যাসোসিয়েশন অনেক সময় আলাদা রাস্তায় হাঁটে। কিন্তু অন্য সংগঠনগুলির ক্ষেত্রে এই কথা খাটে না। কারণ, সেখানে ক্ষমতাসীন দলের সংগঠনই ছড়ি ঘোরায়।

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা যার হাতে সেই শেষ কথা বলবে, তাই কোনো সংগঠনে কষ্ট করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার দরকার কী, পুরো সংগঠনটা দলের হয়ে গেলে তো লাভ বেশি। সেখানে নিজেদের নেতা নেত্রীরা লড়বেন। সবকিছুই দলের হাতে থাকবে। নীতি তো একটাই, কোনো ক্ষমতা যেন বিরোধীদের কাছে না থাকে। তাই এই বিষয়ে অন্তত ভারতকে পথ দেখাতে পারে পশ্চিমবঙ্গ।

সরকারি জমিতে ২০১১ সালের জুন মাসের আগে থেকে বসবাসকারী পরিবারের জন্য তিন থেকে পাঁচ লেসা জমি দেবে সরকার, ঘোষণা মন্ত্রী অশোক সিংহলের : ৫০০ টাকার বিনিময়ে পিএমএওয়াইইউ এর অধীনে ঘর বানানোর অনুমতি

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ একদিকে সরকার রাজ্যের সরকারি জমি বেদখল মুক্ত করার জন্য উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রেখেছে। অন্যদিকে এবার সরকারি জমিতে বসবাসকারী ব্যক্তিদের জমি বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম সরকার। বিশেষ করে নগর এবং শহরাঞ্চলের সরকারি জমিতে ২০১১ সালের জুন মাসের আগের থেকে বসবাসকারী পরিবারদের তিন থেকে পাঁচ লেসা জমি দেবে সরকার। তাছাড়া সেই জমিতে ৫০০ টাকার প্রিমিয়ামের বিনিময়ে জেলাশাসক পিএমএওয়াইইউ এর অধীনে ঘর বানানোর অনুমতি দেবে বলে জানালেন গৃহ নির্মাণ এবং নগর পরিক্রমা মন্ত্রী অশোক সিংহল। তিনি বলেন সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে প্রায় ২০ হাজার দরিদ্র ব্যক্তি লবণ্বিত হবেন। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে গৃহ নির্মাণ এবং নগর পরিক্রমা মন্ত্রী অশোক সিংহল বলেন শহর এবং নগর অঞ্চলে বহু এই ধরনের দরিদ্র ব্যক্তি রয়েছেন যারা সরকারি জমিতে বসবাস করলেও তাদের নামে কোনো জমি না থাকার ফলে তারা ঘর পাচ্ছিলেন না। তবে এবার সরকারি জমিতে বসবাসকারীরা ৫০০ টাকার প্রিমিয়ামের বিনিময়ে জেলাশাসক থেকে ঘর বানানোর ক্ষেত্রে এনওসি লাভ করতে সক্ষম হবে। নগর এবং শহরাঞ্চলের প্রায় ২০ হাজার দরিদ্র ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা অধীনে ঘর পাবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মন্ত্রী অশোক সিংহল বলেন বহু ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে ঘর পেলেও সরকারি বাধ্যবাধকতা নিয়মের জেরে ঘর বানাতে পারেননি। তবে এবার সেই ব্যক্তিরাও ঘর নির্মাণ করতে পারবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। গৃহ নির্মাণ এবং নগর পরিক্রমা মন্ত্রী অশোক সিংহল বলেন এই দরিদ্র ব্যক্তিরা বর্তমান কাঁচা ঘর নির্মাণ করে সেই স্থানে রয়েছেন। তবে এবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা অধীনে জেলাশাসক ঘর নির্মাণ করার জন্য এই ব্যক্তিদের এনওসি দিয়ে দেবে। সরকারি জমিতে বর্তমান বিভিন্ন উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকার মধ্যে সরকার ফের সরকারি জমিতে ঘর নির্মাণের জন্য অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন তিনি। মন্ত্রী বলেছেন উচ্ছেদ অভিযান মূলত বন এবং রাজস্ব বিভাগের অধীনের বিষয়। ফ লে ক্ষেত্রে গৃহ নির্মাণ এবং নগর উন্নয়ন বিভাগের এক্তিয়ার নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি। মন্ত্রী অশোক সিংহল বলেন গত ২২ মার্চ অনুষ্ঠিত হওয়া কেবিনেট বৈঠকে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার শহরাঞ্চলের অধীনে হিতাদীকারীদের জন্য রাজ্যের পুরসভার অধীনে থাকা এলাকাগুলোতে জমি বরাদ্দ করা বসতি স্থাপনের জন্য জমির পরিমাণ নির্ধারণ করা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০১১ সালের জুন মাসের আগে থেকে বসবাসকারী পরিবারের জন্য তিন থেকে পাঁচ লেসা জমি দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। তিনি বলেন অসমে রাজ্য সরকারের গৃহ নির্মাণ এবং নগর পরিক্রমা বিভাগ এক্ষেত্রে নোডেল কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করছে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে জমি প্রদানের যাবতীয় প্রকল্পর কার্যকরীকরণ সুশৃংখলিত করার জন্য এই বিভাগ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শহরাঞ্চলের জমিহীন ভূমিপুত্র হিতাদীকারীদের জমি প্রদানের ক্ষেত্রে এই বিভাগের তরফে মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রস্তাব করা হয়েছিল। সেই হিসেবে ২০১১ সালের ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত কেবিনেটে ২০১১ সালের ২৮ জুন তারিখ থেকে বা তার আগে সরকারি জমিতে অবিরতভাবে বসবাস করা ভূমিপুত্র ব্যক্তিদের পিএমএওয়াইইউ এর অধীনে ঘর বানানোর ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদানের জন্য বিভাগের প্রস্তাবকে অনুমোদন জানানো হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী অশোক সিংহল। তিনি বলেন সেই হিসেবে রাজ্য সরকারের রাজস্ব এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ ২০২১ সালের ২২ ডিসেম্বর অধি সূচনা জারি করে ভূমি নীতি সংশোধন করেছে।

অসমের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার বিতরণ করলেন রাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটারিয়া

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিতে রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অসম বৈভব, অসম সৌরভ এবং অসম গৌরব পুরস্কার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিতে রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে অসমের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার হিসাবে অসম বৈভব, অসম সৌরভ এবং অসম গৌরব পুরস্কার তুলে দিলেন রাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটারিয়া। গুয়াহাটি মহানগরের শংকর দেব কলাক্ষেত্রের প্রেক্ষাগৃহে আযোজিত এক গাম্ভীর্যপূর্ণ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল এক এক করে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অসম বৈভব, অসম সৌরভ এবং অসম গৌরব পুরস্কার দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তিদের বিশেষ করে স্বাস্থ্য কলা সংস্কৃতি বিজ্ঞান খেলা কৃষি পর্যটন উদ্যোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুনাম অর্জনকারী তথা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করা ব্যক্তিদের এই পুরস্কারের জন্য বাছাই করা হয়। তবে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ হিসেবে বিবেচিত অসম বৈভব পুরস্কারের জন্য এবছর ডঃ তপন কুমার শইকীয়াকে নির্বাচিত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে কর্কট রোগের ক্ষেত্রে

বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করা ডঃ তপন কুমার শইকীয়া ডিব্রুগড়ের আসাম মেডিকেল কলেজে কর্মরত রয়েছেন। ১৯৮১ সালে টাটা মেমোরিয়াল হসপিটালে যোগদানের মাধ্যমে তিনি তার ডাক্তার হিসেবে পরিষেবা দেওয়া শুরু করেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন হাসপাতালে সঙ্গে জড়িত রয়েছেন।

সমাজের পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অসম সৌরভ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। কলা এবং সাংস্কৃতিক (চলমান থিয়েটার) ক্ষেত্রের জন্য কৃষ্ণা রায়, ফুটবল খেলার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্য গিলবারটসন সংমা, একইভাবে লন বল ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদানের জন্য নয়ন মনি শইকিয়া, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্য ডঃ বিনয় কুমার শইকিয়া এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ডঃ শশীধর ফুকনকে অসম সৌরভ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

একইভাবে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অসম গৌরব পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের পরিষেবায় ব্রতি ধৃত্তি মালা ডেকাকে এই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। তিনি শ্মশানের ৩০০ টি কৃতকার্যে অংশগ্রহণ করে সাধারণ মানুষের সাহায্য করে শ্মশান বন্ধু হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। এমনকি কোভিড মহা সংক্রমণের সময়ে এক্ষেত্রে তিনি সর্বাধিক তৎপর হিসাবে নিজের দায়িত্ব পালন করে সক্রিয় ভূমিকায় অংশ নিয়েছেন। তাছাড়া কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য দেবজিৎ বর্মন, পর্যটন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্য রুস্তম বসুমতারি, বন এবং পরিবেশ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকার জন্য বিনন্দ হাতি বড়ুয়া, সমাজসেবার ক্ষেত্রে গ্রুপ ক্যাপ্টেন অতুলচন্দ্র বড়ুয়া, উদ্যোগ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্য কল্যাণী রাজবংশী, সমাজসেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকার জন্য শিলা গোয়ালা, কৃষি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ডঃ যোগেশ দেউরি, উদ্যেগ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকার জন্য ডঃ পঙ্কজ লাল গগৈ, কৃষি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সর্বেশ্বর বসুমতারি, একইভাবে কৃষি ক্ষেত্রের জন্য মানথাং হামার, কৃষি ক্ষেত্রের জন্য ডঃ ধ্রুবজ্যোতি শর্মা, মুখোশ নির্মাণ এবং মুখোশ অভিনয়ের ক্ষেত্রে দয়াল গোস্বামী এবং এইডস রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ ঔষধ নির্মাণের জন্য ডক্টর সৈয়দ ইফতিকার আহমেদ অসম গৌরব পুরস্কার পেয়েছেন।

অসমের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার হিসাবে অসম বৈভব, অসম সৌরভ এবং অসম গৌরব পুরস্কারে রয়েছে সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং পেইং কেবিনে থাকার ব্যবস্থা, রাজ্য সরকারের সার্কিট হাউসে এবং রাজ্যের বাইরের অসম ভবনে বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা, জটিল রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে দু লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরকারি অনুদান এবং ২৪ ঘঃটা আগে জানানো অনুসারে এএসটিসি বাসে বিনামূল্য যাতায়াতের সুব্যবস্থা। এদিনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রাজ্যের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি অনুসারে নিত্য প্রদর্শন অনুষ্ঠান আযোজন করা হয়েছিল। অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

'চীনের দুঃখ' থেকে 'চীনের গর্ব' মাতৃনদী হোয়াংহ্য

বেইজিং ঃ অনেক বাঙালি বন্ধু হয়ত শুনেছেন, হোয়াংহ্য তথা হলুদ নদীকে একসময় চীনের দুঃখ বলা হতো। কারণ, প্রাচীনকালে, হলুদ নদী প্রায়শই বন্যায় প্লাবিত হতো, তৎকালীন চীনা জনগণের জন্য ছিল যা ভীষণ দুঃখের। তাই প্রাচীনকাল থেকেই চীনে একটি কথা প্রচলিত আছে ঃ হলুদ নদী শান্তিপূর্ণ হলে পৃথিবী শান্তিময়। চলতি বছরের ২২ মার্চ ৩১তম বিশ্ব জল দিবস পালিত হবে এবং ৩৬তম চীনা জল সপ্তাহ ২২ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত চলবে। ২০২৩ সালের চীনের বিশ্ব পানি দিবস এবং চীনা জল সপ্তাহ কার্যক্রমের মূল প্রতিপাদ্য হল ঃ আইনভিত্তিক জল শাসন শক্তিশালী করা এবং মাতৃনদী রক্ষায় একসাথে কাজ করা।

হলুদ নদী এবং ইয়াংজি নদীর মতো গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলির পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা আরও বেশি মনোযোগ পেয়েছে এবং চীন মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সুরেলা সহাবস্থানের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

জলের কারণে শহরগুলির জন্ম, আর জলের কারণেই সভ্যতা বিকাশ লাভ করে। চীনা জাতির মাতৃনদী হলুদ নদী এবং ইয়াংজি নদী, শুধুমাত্র চীনা সভ্যতার উৎসই নয়, এগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত নিরাপত্তা বাধা এবং চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। একটি উদাহরণ হিসাবে হলুদ নদীর কথা বলি। দেশের নদীর প্রবাহের মাত্র ২ সীমিত জলসম্পদের জন্য, হলুদ নদীর পানি দেশের কৃষি খাতে সেচের ১৩ সরবরাহ করে, দেশের জিডিপির ১৪ নিশ্চিত করে এই নদী, এবং ৬০টিরও বেশি শহর ও ৩৪০টিরও বেশি জেলার জনসংখ্যার জন্য জল সরবরাহ করে। কিন্তু মাটির ক্ষয়, জলের ঘাটতি, ক্ষুদ্র জলবিদ্যুতের অব্যবস্থাপনা এবং কঠিন বর্জ্যের অবৈধ ডাম্পিংএর মতো একাধিক সমস্যা হলুদ নদী অববাহিকায় পরিবেশগত সুরক্ষা এবং উচ্চমানের উন্নয়নকে কমবেশি বাধাগ্রস্ত করছে।

২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে, চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং হ্যনানের চেংচৌ শহরে হলুদ নদীর অববাহিকার পরিবেশগত সুরক্ষাসংশ্লিষ্ট একটি আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, হলুদ নদী রক্ষা করা চীনা জাতির মহান পুনরুত্থানের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হলুদ নদীর অববাহিকার পরিবেশগত সুরক্ষা এবং উচ্চমানের উন্নয়ন প্রধান জাতীয় উন্নয়ন কৌশল হয়ে উঠেছে। ২০২১ সালের অক্টোবরে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং জাতীয় পরিষদ হলুদ নদীর অববাহিকার পরিবেশগত সুরক্ষা এবং উচ্চমানের উন্নয়নের পরিকল্পনার রূপরেখা জারি করে। ২০২২ সালে, হলুদ নদীর অববাহিকার পরিবেশগত সুরক্ষা পরিকল্পনা জারি করা হয়। এই পরিকল্পনায় হলুদ নদীর অববাহিকায় অসামান্য পরিবেশগত সমস্যাগুলো সমাধানের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে।

সৌভাগ্যবশত, বছরের পর বছর শাসনের পর, হলুদ নদী অববাহিকার পরিবেশগত সুরক্ষাকাজে সুফল পাওয়া গেছে। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২২ সাল পর্যন্ত, হলুদ নদী অববাহিকায় ভূপৃষ্ঠের জলের গুণগত মান ৮৭.৫ প্রথম থেকে তৃতীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৫.৬ শতাংশ বেশি। হলুদ নদীর মূল অংশের জলের গুণগত মান উন্নত হচ্ছে। এর অববাহিকায় অবস্থিত শহরগুলোর অংশের জলের মান ভাল থাকার দিন ৮০.৩ শতাংশে পৌঁছেছে।

হলুদ নদীর উৎস এবং হলুদ নদী বদ্বীপের জীববৈচিত্র্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন, হলুদ নদী বদ্বীপ প্রাকৃতিক সুরক্ষা অঞ্চলে পাখির সংখ্যা ১৯৯২ সালের ১৮৭ প্রজাতি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭১ প্রজাতিতে উন্নীত হয়েছে।

যাহোক, হলুদ নদীর অববাহিকায় পরিবেশগত সুরক্ষাকাজের ফলাফল এখনও আশানুরূপ নয় এবং পরিবেশের ভঙ্গুরদশা এখনও রয়ে গেছে। ২০২২ সালের অক্টোবরে, ত্রয়োদশ জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির অধিবেশনে, গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের হলুদ নদী সুরক্ষা আইন পাশ হয়। আইনটি সামনের পয়লা এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে। দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা উন্নত করা এবং সরকারি নিয়ন্ত্রক দায়িত্ব জোরদার করা হল এ আইনের অন্যতম লক্ষ্য।

হলুদ নদী সুরক্ষা আইন একটি ব্যাপক এবং পদ্ধতিগত প্রাতিষ্ঠানিক নকশা দিয়েছে। এ আইনের বাস্তবায়ন হলুদ নদীর অববাহিকা উন্নয়ন মডেলের সবুজ রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করার জন্য এবং মানুষ ও প্রকৃতির সুরেলা সহাবস্থানের জন্য অত্যন্ত বাস্তব তাৎপর্য রয়েছে।

জল হল জীবনের উৎস, উৎপাদনের চাবিকাঠি এবং জীবপরিবেশের ভিত্তি। চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং জল নিয়ন্ত্রণের কাজকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন এবং স্পষ্টভাবে জল সংরক্ষণের অগ্রাধিকার, স্থানিক ভারসাম্য, পদ্ধতিগত শাসন এবং দুই হাতের প্রচেষ্টার ধারণা সামনে রাখেন, যা জল নিয়ন্ত্রণ ও এর উন্নয়নকাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ নির্দেশ করে। নতুন যুগে আমি আশা করি, হলুদ নদীকে আর চীনের দুঃখ বলা হবে না, বরং সত্যিকার অর্থে চীনের গর্ব বলা হবে!

সম্পাদকীয়

ভারতের প্রযুক্তি খাতের কালো অধ্যায়

কম খরচে ইংরেজি বলতে পারা কর্মী পাওয়ায় বিশ্বের অনেক কোম্পানি তাদের কাস্টমার সার্ভিসের কাজ ভারতে আউটসোর্স করে। এই সুযোগে দেশটিতে ভুয়া কল সেন্টারও গড়ে উঠছে। এসব সেন্টারের কর্মীরা ভুয়া কর কর্মকর্তা, ব্যাংক ও বিমা কোম্পানির কর্মকর্তা সেজে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যের লাখ লাখ মানুষকে ফাঁদে ফেলে তাদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) বলছে, শুধু গতবছর ভারতের ভুয়া কল সেন্টারগুলোর কারণে মার্কিন নাগরিকেরা ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি হারিয়েছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের পুলিশ আহমেদাবাদ, দিল্লি, মুম্বই ও কলকাতার কয়েকশ ভুয়া কলসেন্টারে অভিযান চালিয়েছে। এমন কয়েকটি অভিযান চালানো আহমেদাবাদের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার অজিত রাজিয়ান বলছেন,

"আপনার শুধু একটা কম্পিউটার বা ল্যাপটপ দরকার। আর দরকার একটা ফোন, ইন্টারনেট সংযোগ ও তথ্য যা কালোবাজারে সহজেই পাওয়া যায়।" তিনি বলেন, "ঘর থেকে, অফিস থেকে বা যেকোনো জায়গা থেকে সহজেই কলসেন্টার পরিচালনা করা যায়।" অভিযানে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের প্রায় সবার বয়স ১৮ থেকে ২৫ এর মধ্যে। জাতিসংঘের হিসাবে, এপ্রিল মাসে চীনকে টপকে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হতে যাচ্ছে ভারত। প্রায় ১৪৩ কোটি লোকসংখ্যার ৪০ শতাংশের বয়স ২৫ এর নীচে। প্রতিবছর এক কোটি ২০ লাখ তরুণ চাকরির বাজারে প্রবেশ করে। কিন্তু এতজনকে চাকরি দেয়ার সামর্থ্য ভারতের নেই। সে কারণে তরুণদের একটি অংশ এসব ভুয়া কল সেন্টার, কম বেতনের চাকরি, যেমন গিগ চাকরিতে ঢুকতে বাধ্য হচ্ছেন বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। গিগ অর্থনীতি হচ্ছে এমন এক পরিবেশ যেখানে অস্থায়ী চাকরির ছড়াছড়ি থাকবে, আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদি চুক্তিতে স্বতন্ত্র কর্মীদের (ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্কার্স) নিয়োগ দেবে। অর্থাৎ গিগ অর্থনীতিতে পূর্ণকালীন কর্মীদের চেয়ে ফ্রিল্যান্সারদের গুরুত্ব বেশি থাকে। বিশ্বে গিগ অর্থনীতির সবচেয়ে বড় ও দ্রুত বর্ধনশীল দেশগুলোর একটি ভারত। ২০২০-২১ সালে প্রায় আশি লাখ কর্মী গিগ অর্থনীতিতে কাজ করেছেন। ২০২৯-৩০ এর মধ্যে সংখ্যাটি দুই কোটি ৪০ লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করছে সরকারি থিংক ট্যাংক 'নীতি আয়োগ'। অল ইন্ডিয়া গিগ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সমন্বয়ক রিক্তা কৃষ্ণাস্বামী বলছেন, "সরকার, শিল্পখাত ও চাকরিদাতারা গিগ অর্থনীতিকে খুব ভালো একটি ব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরে। কিন্তু এটি আসলে শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের একটি উপায় বলে মনে হয়।"

ইউক্রেন যুদ্ধবিরোধী ছবি আঁকার জন্য বিচ্ছিন্ন করা হলো মেয়েকে, রুশ বাবা হলেন গৃহবন্দি

স্টিভ রোজেনবার্গ
প্রাবন্ধিক

রাশিয়ার এক শহর ইয়েফ্রেমভের কেন্দ্রস্থলে যুদ্ধের ছবি দিয়ে ঢাকা একটি দেয়াল। অস্ত্রসহ মুখোশধারী একদল রুশ সৈন্যর বিশালাকার সব ছবি রয়েছে তাতে এবং লেখা রয়েছে 'জেড' আর 'ভি' দুটি অক্ষর - ইউক্রেনে রাশিয়ার তথাকথিত বিশেষ সামরিক অভিযান এর প্রতীক এই দুটি অক্ষর।এই দেয়ালে একটি কবিতাও আছে ঃ
শুভ শক্তির হাত মুষ্টিবদ্ধ থাকা উচিত। শুভ শক্তির প্রয়োজন লোহার হাত। যারা হুমকি দিচ্ছে তাদের চামড়া তুলে নেয়ার জন্য।
ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার এটি আনুষ্ঠানিক এবং সরকারি দেশপ্রেমের ছবি।
কিন্তু মস্কো থেকে ২০০ মাইল (৩২০ কি.মি.) দক্ষিণে এই শহরে আপনি ইউক্রেন যুদ্ধের আরেকটি চিত্র খুঁজে পাবেন। আর সেটি একেবারেই ভিন্ন।
শহরের কাউন্সিলর ওলগা পোডলস্কায়া তার মোবাইল ফোনে আমাকে একটি ছবি দেখালেন। এটি একটি শিশুর আঁকা ছবি। বাম দিকে একটি ইউক্রেনীয় পতাকা যেখানে লেখা রয়েছে ইউক্রেনের গৌরব ছবির ডানদিকে রয়েছে রুশ তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা। তাতে লেখা যুদ্ধকে না বলছি!। রাশিয়ার দিক থেকে ক্ষেপণাস্ত্র উড়ে যাওয়ার পথে অকুতোভয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একজন মা এবং তার সন্তান।
ছবিটি ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে এঁকেছিল মাশা মসকালেভা। তার বয়স তখন ১২ বছর। তার বাবা অ্যালেক্সি মাশার একমাত্র অভিভাবক। তিনি পরামর্শের জন্য শহরের কাউন্সিলরের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি কাউন্সিলরকে জানিয়েছেন যে মাশার আঁকা ছবি দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দিয়েছিল।
পুলিশ অ্যালেক্সির সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট নিয়ে তদন্ত শুরু করে, ওলগা আমাকে বলছিলেন, এবং তারা অ্যালেক্সিকে জানায় যে তিনি খুব খারাপভাবে তার মেয়েকে বড় করছেন।
এরপর অ্যালেক্সির বিরুদ্ধেই অভিযোগ গঠন করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় যুদ্ধবিরোধী পোস্ট দেয়ার জন্য এবং রুশ সশস্ত্র বাহিনীর অবমাননার জন্য অ্যালেক্সিকে ৩২,০০০ রুবল (প্রায় ৪১৫ মার্কিন ডলার) জরিমানা করা হয়।
কয়েক সপ্তাহ আগে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়। আবারও অবমাননার অভিযোগের ভিত্তি ছিল তার যুদ্ধবিরোধী পোস্ট।
এজন্য অ্যালেক্সিকে সম্ভাব্য কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।
অ্যালেক্সি এখন ইয়েফ্রেমভ এ গৃহবন্দি রয়েছেন। তার মেয়ে মাশাকে আপাতত একটি শিশুকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। তার সাথে অ্যালেক্সিকে এমনকি টেলিফোনেও কথা বলতে দেয়া হয়নি।
পয়লা মার্চ থেকে মাশাকে কেউ দেখেনি, ওলগা পোডলস্কায়া আমাকে বলছিলেন, সে কেমন আছে তা জানার জন্য চেষ্টা করেও আমরা শিশুকেন্দ্রটিতে ঢুকতে পারিনি।
রুশ কর্তৃপক্ষ চায় তারা যেটা বলবে সবাইকে মেনে নিতে হবে। কারও নিজস্ব কোন মতামত থাকতে পারবে না। আপনি যদি মনে করেন কারও সাথে একমত হবেন না, তাহলে উচিত হবে তাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট না পড়া। কিন্তু তার জন্য সেই ব্যক্তিকে গৃহবন্দি করা বা

তার সন্তানকে শিশুকেন্দ্রে পাঠানো একেবারেই অনুচিত।
আমরা ইয়েফ্রেমভের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। ওপরে জানালাটি একসময় খুলে যায় এবং একজন লোক জানালা দিয়ে বাইরে তাকান। ইনিই হলেন অ্যালেক্সি। তার সাথে আমাদের কোনরকম যোগাযোগ করার অনুমতি নেই। গৃহবন্দিত্বের শর্ত অনুযায়ী, অ্যালেক্সি শুধুমাত্র তার আইনজীবী, তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং কারা বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।
গৃহবন্দি অ্যালেক্স মসকালেভা। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেয়ার অপরাধে তাকে কারাগারে যেতে হতে পারে।
আইনজীবী ভ্লাদিমির বিলিয়ানকো সবেমাত্র এসে হাজির হয়েছেন। সাথে এনেছেন কিছু খাবার এবং পানীয়, যা স্থানীয় অধিকার কর্মীরা অ্যালেক্সির জন্য কিনে দিয়েছেন। মেয়ে তার সাথে নেই, এটা তাকে বেশ দুশ্চিন্তায় ফেলেছে, অ্যালেক্সি মসকালেভার সাথে দেখা করার পর ভ্লাদিমির আমাকে বলছিলেন। ফ্ল্যাটের সবকিছুই তাকে তার মেয়ের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। তার সাথে কী ঘটতে পারে তা নিয়ে সে চিন্তিত।
আমি আইনজীবীকে জিজ্ঞাসা করি, কর্তৃপক্ষ মাশাকে কেন তুলে নিয়ে গেছে বলে তিনি মনে করেন।
বাবার প্রতি তাদের যদি সত্যিকারের প্রশ্ন থাকতো, তাহলে তাদের উচিত ছিল তার কাছ থেকে বিবৃতি নেয়া। মাশার কাছ থেকেও বিবৃতি নেয়া বা তার সাথে কথা বলা উচিত ছিল, জানালেন ভ্লাদিমির। কিন্তু এর কিছুই করা হয়নি। তারা শুধু তাকে শিশুকেন্দ্রে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার মতে, অ্যালেক্সির বিরুদ্ধে যে ধরনের প্রশাসনিক ও ফৌজদারি অভিযোগ আনা হয়েছে, তা না হলে এমনটা ঘটত না। সমাজসেবা বিভাগ এই পরিবারটিকে নিয়ে মোহগ্রস্ত বলেই আমার মনে হয়। আমি মনে করি এসব ঘটছে সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক কারণে। মেয়েটির ঐ ছবি আঁকার পর থেকেই পরিবারটির ঝামেলা শুরু হয়।
রাস্তায় বেরিয়ে আমি অ্যালেক্সির প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করি, এই পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা কী ভাবছেন।
সে একটি ভালো মেয়ে, এবং তার বাবার সাথে আমার কোনদিন কোনও সমস্যা হয়নি, বলছিলেন পেনশনভোগী অ্যাঞ্জেলিনা ইভানোভনা। কিন্তু এনিয়ে কথা বলতে আমি ভয় পাচ্ছি। ভয়ের মধ্যে আছি।
সম্ভবত আমরা অ্যালেক্সির সমর্থনে স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে পারি, একজন অল্পবয়সী মহিলা পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কী ঘটছে তা নিয়ে যখন তার মতামত জানতে চাওয়া হয়, তখন তিনি উত্তর দেন ঃ দুঃখিত, সেটা আমি আপনাকে বলতে পারবো না। আমি জিজ্ঞাসা করি, মুখ খোলার সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে তিনি কি ভীত? তার জবাবঃ হ্যাঁ, অবশ্যই।
অ্যালেক্সি মসকালেভের অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক থেকে স্থানীয় স্কুলটি সামান্য হাঁটাপথের মধ্যে। এখানেই মাশা পড়াশোনা করছিল। তার বাবা বলছেন, মাশার যুদ্ধবিরোধী ছবি দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষই পুলিশকে ফোন করেছিল। এনিয়ে মন্তব্যের জন্য আমাদের লিখিত অনুরোধে স্কুল কর্তৃপক্ষ এখনও সাড়া দেয়নি। আমরা যখন স্কুলে ঢোকার চেষ্টা করি তখন আমাদের বলা হয় যে আমাদের ঢোকার অনুমতি নেই। আমারা টেলিফোন করলেও কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে আমি স্কুলের ওয়েবসাইটটি ঘেঁটে দেখেছি। শহরের কেন্দ্রস্থলে দেশপ্রেমের প্রতীক যে দেয়ালটি দেখেছিলাম এই ওয়েবসাইট তার কথাই মনে করিয়ে দেয়। স্কুলের হোমপেজে হিরোস অফ দ্য স্পেশাল মিলিটারি অপারেশন - ইউক্রেনে যুদ্ধ করা রুশ সৈন্যদের দুই ডজন ছবি রয়েছে।
কিছু দেশাত্মবোধক স্লোগানও রয়েছে ঃ বিজয়ের লক্ষ্যে সবকিছু বিসর্জন দিতে হবে! আসুন যুদ্ধের ময়দানে আমরা আমাদের সৈন্যদের সমর্থন করি!
ইউক্রেন থেকে ফিরে আসা কিছু সৈন্য গত অক্টোবর মাসে এই স্কুলটি পরিদর্শন করেছিল। সেদিনের একটি বক্তৃতায় স্কুলের পরিচালক লারিসা ট্রোফিমোভা ঘোষণা করেছিলেন ঃ আমাদের বিশ্বাস রয়েছে আমাদের নিজেদের এবং আমাদের মাতৃভূমির ওপর, যারা কখনই কোন ভুল করতে পারে না।
শহরের অন্য প্রান্তে মসকালেভ পরিবারের সমর্থক এবং সাংবাদিকরা স্থানীয় আদালতে জড়ো হচ্ছেন। অভিভাবক হিসেবে অ্যালেক্সির পিতামাতার অধিকার সীমিত করার জন্য ইয়েফ্রেমভ জুভেনাইল অ্যাফেয়ার্স কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে আইনি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে।
বিচারকের সাথে এটি একটি প্রাথমিক শুনানি। আইনজীবী ভ্লাদিমির বিলিয়েনকো জানালেন, অ্যালেক্সি ব্যক্তিগতভাবে এই শুনানিতে উপস্থিত থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গৃহবন্দি থাকার কারণে তাকে আদালতে আসার অনুমতি দেয়া হয়নি, যদিও এখানে শুনানির মূল বিষয় হচ্ছে বাবা হিসেবে তার সন্তানের সাথে দেখা করার অধিকার।
আদালতের করিডোরে একজন মানবাধিকার কর্মী একটি পোস্টার মেলে ধরলেন।
এতে লেখা রয়েছে ঃ মাশাকে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দাও! একজন পুলিশ কর্মকর্তা তাকে পোস্টারটি সরিয়ে নিতে বললেন। অ্যালেক্সি মসকালেভ এবং তার মেয়ে মাশার বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য আমাদের অনুরোধে জুভেনাইল অ্যাফেয়ার্স কমিশন এখনও কোন সাড়া দেয়নি। অ্যালেক্সির একজন সমর্থক নাতালিয়া ফিলাটোভা বিশ্বাস করেন, মসকালেভ পরিবারের এই ঘটনা রাশিয়াজুড়ে ভিন্নমতের ওপর সরকারি ক্র্যাকডাউনের প্রতিফলন মাত্র।
আমাদের সংবিধান বাকস্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, নাগরিকদের মতামত প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার গ্যারাণ্টি দেয়, নাতালিয়া আমাকে বলছিলেন, কিন্তু এসব কাজ করা থেকে এখন আমাদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সাময়িকী

২৫ মার্চে স্বচক্ষে দেখা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা

সালেক খোকন
কলামিস্ট

ফিরে এলো ২৫ মার্চ। ১৯৭১ সালে এই রাতেই নিরীহ বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামের অভিযানের মাধ্যমে শুরু করেছিল গণহত্যা। সেই রাতের কথা জানাচ্ছেন কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী মুক্তিযোদ্ধা।
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মুহূর্ত। রাতেই পৃথিবীর ইতিহাসের ভয়াবহতম গণহত্যার শিকার হয় স্বাধীনতাকামী বাঙালি। ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া বহর নিয়ে রাজপথে নামে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, পিলখানার ইপিআর ব্যারাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের আবাসিক এলাকা ও পুরান ঢাকার শাঁখারি বাজারসহ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে তারা হত্যাযজ্ঞ চালায়। সিডনি মর্নিং হেরাল্ড পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, ঢাকায় ২৫ থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত পাঁচ দিনে পাকিস্তানি বাহিনী হত্যা করেছিল ১ লাখ বাঙালিকে।
২৫ শে মার্চ রাত নিয়ে কথা হয় রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে তখন অস্ত্রাগারের দায়িত্বে থাকা কনস্টেবল মো. আবু শামার সঙ্গে। তার মুখে ভয়াবহ সেই রাতের বর্ণনা উঠে এসেছে এভাবে, "রাজারবাগে আক্রমণটা হবে গোয়েন্দাদের মাধ্যমে সে সম্পর্কে ২৩ ও ২৪ মার্চেই ক্লিয়ার হয়ে যাই। পাকিস্তানের আইএসআই গোয়েন্দা সংস্থা রাজারবাগকে সিরিয়াসভাবে টার্গেট করে রেখেছিল। কারণ, ইস্ট পাকিস্তানের বৃহত্তম পুলিশ লাইনস ছিল রাজারবাগ। সেখানে বাঙালি সদস্য ছিল সবচেয়ে বেশি।"
"রাত আনুমানিক সাড়ে দশটা। একটা ওয়্যারলেস মেসেজ আসে তেজগাঁও এলাকায় পেট্রোলে থাকা ওয়্যারলেস অপারেটর আমিরুলের কাছ থেকে। মেসেজে বলা হয়, ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৩৭ ট্রাক সশস্ত্র সেনা ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় যাচ্ছে। খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সেন্ট্রিও তখন পাগলা ঘন্টি পিটায়।" "অস্ত্রাগারে গিয়ে দেখলাম তালা মারা। সেন্ট্রি বলে, 'হাশেম স্যার (সুবেদার আবুল হাশেম) তালা মাইরা চাবি নিয়া গেছে মফিজ স্যারের বাসায়।' দৌড়ায়া গেলাম সেখানে। তার কাছে অস্ত্রাগারের চাবি চাই। প্রথম দিতে চায়নি। চাপের মুখে তিনি একটা অস্ত্রাগারের চাবি দেন।" "ওই চাবি নিয়া একটা অস্ত্রাগারের দরজা খুলে দিই। এরপর শাবল দিয়া আরেকটির তালা ভেঙে ফেললে ভেতরের অস্ত্রগুলো যে যার মতো নিয়ে যায়। অবাঙালি সদস্যরা আগেই পালিয়ে যায় পুলিশ লাইনস থেকে। শুধু সুবেদার বদরুদ্দিন খান অবাঙালি হয়েও আমাদের পক্ষে ছিলেন।" "শান্তিনগরে ডন স্কুলের ছাদের ওপরে আর মালিবাগ এসবি ব্যারাকের ছাদে আমাদের দুইটা গ্রুপ চলে যায়। প্যারেড গ্রাউন্ডে একটা গ্রুপ, এক নম্বর ও দুই নম্বর গেইট, মূল ভবনের ছাদ ও বিভিন্ন স্থানে পজিশন নিয়ে অপেক্ষায় থাকি আমরা।" "রাত আনুমানিক ১১টা। পাকিস্তানি কনভয়ের ওপর শান্তিনগরে ডন স্কুলের ছাদের ওপর থেকে পুলিশ প্রথম গুলি চালায়। আমরাও শব্দ পাই। পাকিস্তানি আর্মিদের ওপর ওটাই ছিল প্রথম আক্রমণ।"
"শাহজাহান, আব্দুল হালিম, ওয়্যারলেস অপারেটর মনির, গিয়াসউদ্দিনসহ পজিশনে থাকি মূল ভবনের ছাদে। রাত সাড়ে ১১টার দিকে রাজারবাগের দিকে ওরা আক্রমণ করে। আমাদের ১০টা গুলির বিপরীতে ওরা জবাব দিয়েছে প্রায় কয়েক হাজার গুলির মাধ্যমে। ওরা ট্যাংক, মর্টার ও হেভি মেশিনগান ব্যবহার করে। অল্প সময়ের ভেতর টিনশেডের ব্যারাকগুলোতে আগুন লেগে যায়। জীবন বাঁচাতে ভেতর থেকে পুলিশ সদস্যরা দৌড়ে বের হওয়ার চেষ্টা করে। পাকিস্তানি সেনারা তখন ব্রাশফায়ার করে নির্মমভাবে তাদের হত্যা করে।" "ফজরের আজানের পর আর্মিরা রাজারবাগের এক ও দুই নম্বর গেট দুটি ট্যাংকের সাহায্যে ভেঙে ভেতরে ঢোকে। আসে ১০টি খালি ট্রাকও। এক থেকে দেড়শ পুলিশের লাশ পড়ে ছিল। ওগুলো ট্রাকে করে ওরা সরিয়ে ফেলে।" "ভেতরে ঢুকে ছাদে উঠে টেনেহিঁচড়ে নামায় আমাদের। বেয়োনেট দিয়েও খুঁচিয়েছে, অস্ত্র কেড়ে নিয়ে হাত ওপর দিকে তুলে মারতে মারতে নীচে নামিয়েছে। তারপর রাস্তায় ফেলে ক্রলিং করায় আর নির্দয়ভাবে পেটায়।"

জানা অজানা

রাজনীতি এবার ইফতারমুখী

সামনে জাতীয় নির্বাচন। সামনে বিএনপির আন্দোলন। তাই আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুই দলই রমজান মাসকে গণসংযোগের মাস হিসেবে বেছে নিয়েছে। আর এর মাধ্যম হবে ইফতার আয়োজন, ইফতার পার্টি। জানা গেছে কেন্দ্রীয়ভাবে দুই দলই ঢাকায় ইফতার পার্টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। ঢাকার বিভিন্ন ওয়ার্ড মহল্লায় এবার আগের চেয়ে দলীয়ভাবে বেশি ইফতার আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সারাদেশের তৃণমূল পর্যায়েও আয়োজন বাড়াতে বলা হয়েছে। বিএনপি রোজার মাসে এখনো কোনো আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়নি। দায়িত্বশীল একজন নেতা বলেন, সাধারণত রোজার মাসে আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়ার রেওয়াজ নাই বাংলাদেশে। তারপরও পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে। আমরা দ্রব্যমূল্যকে বিবেচনায় রাখছি। সেরকম কিছু হলে রোজায় দ্রব্যমূল্য নিয়ে আমরা কর্মসূচি দেব। তবে এবার ঢাকাসহ সারাদেশে বেশি করে ইফতার পর্টির আয়োজন করা হবে। তার কথা, দুই উদ্দেশ্যে ইফতার পার্টিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। প্রথমত, এর মাধ্যমে সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের চাঙা ও সমবেত করা। আর সাধারণ মানুষ যারা ইফতারে আসবেন তাদেরও আন্দোলনের বার্তা দেয়া। দ্রব্যমূল্য নিয়ে তো ইফতারে কথা হবে। আন্দোলনের বার্তা দেয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। এই সময়ে তারা গরিব মানুষের পাশেও দাঁড়াতে চান। তাই ঈদ পর্যন্ত তাদের এভাবে আন্দোলনের গণসংযোগ চলবে। বিএনপি তার যুগপৎ আন্দোলনের দলগুলোকে নিয়ে ঈদের পর আন্দোলন আরো শক্ত করতে চায়। ডিসেম্বরে নির্বাচন হলে তার আগেই তারা একটা কিছু করতে চায়। বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবীর খোকন বলেন, এবার রোজার মাসকে আমরা ঈদের পর অলআউট আন্দোলনের প্রস্তুতির মাস হিসেবে নিয়েছি। তাই ঢাকাসহ সারাদেশে নেতাকর্মীদের বেশি করে ইফতার পার্টির আয়োজন করার জন্য বলা হয়েছে। এর ফলে সাংগঠনিক কার্যক্রম যেমন বাড়বে তেমনি আমরা পরবর্তী আন্দোলনের মেসেজও দিতে পারব।

যেখানে নির্বাচন কম, 'সমঝোতা' বেশি

বাংলাদেশের অনেক পেশাজীবী ও 'বাণিজ্য সংগঠনে' ভোট হলেও তা অনেকটা সমঝোতার নির্বাচনের মতো। সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক পদে একক প্রার্থী থাকেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকলেও তা অনেক ক্ষেত্রেই 'সাজানো'। এছাড়া নির্বাচন না দিয়ে নানা অজুহাতে কমিটির মেয়াদ বাড়িয়ে নেয়ার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আবার প্রতিপক্ষকে চাপে রেখে বা ক্ষমতা ব্যবহার করে ভোটের মাঠ থেকে বিদায় করার নজিরও আছে। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সর্বশেষ নির্বাচনকে ক্ষমতার জোরে প্রভাবিত করা হয়েছে বলে মনে করেন আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ। তার কথা, "প্রধান নির্বাচন কমিশনার মনসুরুল হককে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। তারপর পছন্দের নির্বাচন কমিশনার বানিয়ে পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে নিয়েছেন আওয়ামী লীগপন্থি আইনজীবীরা।" এই নির্বাচন নিয়ে আগের দিন রাতে এবং নির্বাচনের দিন মারপিট ও হাঙ্গামার ঘটনাও ঘটেছে। পুলিশ সাংবাদিক ও আইনজীবীদের মারপিট করেছে। সেই পরিস্থিতিতে আওয়ামী প্যানেলের সবাই জয়ী হয়েছেন। মনজিল মোরসেদ বলেন, "এটা একটা ন্যক্কারজনক ঘটনা। সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা এই প্রথম। পেশাজীবী সংগঠনগুলোর যে কয়টিতে এখনো ঠিকমতো ভোট হতো তার একটি ছিল সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি। তাও শেষ হয়ে গেল।"

তিনি মনে করেন, "জেলা বারগুলোর অনেক জায়গায়ই এখন নির্বাচন হয় না। কমিটির মেয়াদ বাড়িয়ে নেয়া হয়। আর যেখানে হয় সেখানেও প্রভাব বিস্তার করা হয়।" সুপ্রিম কোর্টের আরেকজন আইনজীবী ব্যারিস্টার ওমর ফারুক বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে যা ঘটেছে, ঢাকা বারেও সেরকম ঘটনা ঘটেনি। সেখানে নির্বাচন হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে নিকৃষ্টতম উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে। ভোট বুথে পুলিশ ঢুকে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে।" তার কথা, "এখনো অনেক বারে নির্বাচন হয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বারের এই ঘটনার পর অন্যান্য বারেও এর প্রভাব পড়বে।"
মনজিল মোরসেদ মনে করেন, "এমন পরিস্থিতিই এখন সবখানে। বাণিজ্যিক সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট নির্বাচন, কোথায় না এই পরিস্থিতি হচ্ছে! এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে বিএনপিপন্থিরা অংশই নেইনি। বাংলাদেশে বাণিজ্য সংগঠনগুলোর অধিকাংশই এখন সরাসরি নির্বাচনের পরিবর্তে সমঝোতার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট এবং সাধারণ সম্পাদক মনোনয়নের দিকে চলে গেছে। তবে অন্যান্য পদ বা ফেডারেশনের পরিচালক পদে কখনো কখনো নির্বাচন হয়।"

বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সবচেয়ে বড় সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)র বর্তমান সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন ২০২২ সালে একক প্রার্থী ছিলেন। তাকে সমঝোতার ভিত্তিতে একক প্রার্থী করা হয়। তার আগের সভাপতি মো. সফিউল ইসলাম মহিউদ্দিনের বিপরীতে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন না। তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)'র পরিচালনা পর্যদের নির্বাচন প্রায় ১০ বছর ধরে অনিয়মিত। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত কোনো নির্বাচন হয়নি। ২০১৯ সালে রুবানা হক নির্বাচনের মাধ্যমে সভাপতি হন। এরপর ২০২২ সালে আবার সমঝোতার মাধ্যমে কমিটি গঠন করার উদ্যোগ নেয়া হলেও সদস্যদের দাবির মুখে নির্বাচন হয়। সেখানেও প্রতিপক্ষ ছিল নামে মাত্র। প্রায় ১১ বছর ধরে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)'র সভাপতি পদে আছেন নারায়ণগঞ্জ৫ আসনের সাংসদ এ কে এম সেলিম ওসমান। ২০১২ সালের পর থেকে ব্যবসায়ীদের এই সংগঠনটির পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন হচ্ছে না।

পাঠকের চিঠি

আসুন, মোবাইল ছেড়ে একটু সংবাদপত্র পড়ি

প্রাত্যহিক সকালে উষ্ণ এক কাপ চা আর সাথে হাতে একখানি পত্রিকা যেন দিনের শুরু । চলমানতাই জীবনের ধর্ম। দেশ বা রাজ্যে,কখনো বা দেশের বাইরে নিত্যদিনে ঘটে চলেছে হাজারো ঘটনা। বৈচিত্র্যের প্রতি স্বাদ মানুষের চিরন্তন ধর্ম। আর সেই বিচিত্র ঘটনার সম্ভার নিয়ে আজ যেন পত্রিকা হয়ে উঠেছে নিত্য দিনের সঙ্গী। নিত্যদিনে নিউজ আপডেট ও সংবাদ পরিবেশন করে চলেছেন পত্রিকা। শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের অবদান অনস্বীকার্য। সংবাদপত্র একদিকে যেমন জনমত গঠন করে অন্যদিকে অজানা জগতের সাথে আমাদের পরিচিতি ঘটিয়ে দেয়। কতই না বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দেয় এই সংবাদপত্র। নতুন খবর ও নতুন দিশার পথে পত্রিকার অবদান সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আজও একজন নিয়মিত পাঠক হয়ে সকাল হলেই আগ্রহে থাকি পত্রিকার জন্যে। আর এই সংবাদপত্র পাঠের অভ্যেস গড়ে উঠুক এ প্রজন্মের মাঝে। সংবাদপত্র পাঠে একদিকে যেমন তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি হয়, অন্যদিকে এক সুস্থ মনের পরিচয় বহন করে। **শংকর সাহা, দঃ দিনাজপুর**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

নারায়না আইটিআই কলেজ চান্ডিলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি কেন্দ্রের উদ্বোধন

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ সেরায়কেলা খারসানা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে নারায়ণ আইটিআই চান্ডিলে স্বনির্ভর ভারত অভিযানের অধীনে কলেজে কর্মসংস্থান সৃষ্টি কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়, সেখানে প্রশিক্ষণার্থী ছাত্রদের সাথে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের প্রধান বক্তা সর্বভারতীয় সহ সংঘর্ষ বাহিনী প্রধান বন্দে শঙ্কর সিং বলেন, আজ দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা বেকারত্ব এবং বর্তমানে কোনো দেশের পক্ষেই সকলকে কর্মসংস্থান দেওয়া সম্ভব নয়। তার যৌবন যেভাবে প্রযুক্তির উন্নয়ন হচ্ছে, যে কাজটা আগে ১০ জন মিলে করত, আজ সেটা মেশিনের মাধ্যমে করছে মাত্র একজন। তাই সমাজে আত্মকর্মসংস্থানের বোধ তৈরি করা আজ প্রতিটি সামাজিক সংগঠনের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১২ জানুয়ারী, ২০২২-এ, দেশকে স্বনির্ভর করতে, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ ১৮ টি সংস্থার সহযোগিতায় স্বনির্ভর ভারত অভিযান শুরু করে। সারাদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে তরুণদের আত্মকর্মসংস্থানের পথ দেখানোর পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করা হবে। স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য জটাশঙ্কর পান্ডে কর্মসংস্থান সৃষ্টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা পালন করেন। ছাত্রদেরকে জানালেন তাদের জেলায় আত্মকর্মসংস্থানের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের শুধু তাদের চিহ্নিত করতে হবে। আমরা বাইরে থেকে জেলায় যে মালামাল নিয়ে আসি তা আমাদের নিজ জেলায় তৈরি হলে এখানেও কর্মসংস্থান বাড়বে এবং জেলা সমৃদ্ধ হবে। বিভাগের আহ্বায়ক রাজ কুমার সাহ এবং সহ আহ্বায়ক অমিত মিশ্রও অনুষ্ঠানে তাদের মতামত তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জেলা সমন্বয়কারী রমেশ কুমার, স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কো-অর্ডিনেটর প্রমোদ রায় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বাবলম্বী ভারত অভিযানের জেলা সমন্বয়কারী অজিত সিং। এই সময় নিখিল কুমার, অমিত সিং দেব, রশ্মি সাহু, বিজয় কুমার, ডি কে তিওয়ারি, সুনিতা মিশ্র, প্রমোদ পাঠক ছাড়াও ৭০ জন ছাত্রছাত্রী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

হরিনাম সংকীর্তনে অশ্লীল নাচ গান বন্ধ হউক ঃ সুনীল কুমার

পোটকা ঃ হরিনাম সংকীর্তন একটি ধার্মিক ও ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান যার প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু।তাঁর জন্ম হয়েছিলো ৫৩৭ বছর আগে।আর এই হরিনাম সংকীর্তন শুরু হয়েছে মোটামুটি ৫০০ বছর আগে।খোল ও করতাল
নিয়ে শুরু হয়েছিলো এই হরিনাম সংকীর্তন হরেকৃষ্ণ নামের মধ্য দিয়ে।রাধা নামের প্রচলন পরে হয়।দু বাহু তুলে নেচে নেচে হরিনাম করার প্রথা শুরু করছিলেন মহাপ্রভু।আজ সেই মধুর ও পবিত্র হরিনামে বিকৃত এসে গেছে।ভাব ভক্তি কম,আনন্দ বেশি,মনোরঞ্জন বেশি।আজ হরিনাম সংকীর্তন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে গেছে।নানা প্রকার সেজে গুজে বিশেষ করে মেয়েরা,নানা অঙ্গ ভঙ্গি করে ও দর্শকদের আনন্দ দেয়।গানের থেকে নাচ গান,দৌড় ঝাঁপ বেশি।মনেহয় হরিনাম তো নয় যেন হিন্দি সিনেমা দেখছি।আজ হরিনামেও আধুনিকতা ঢুকে গেছে যা হরিনামের ধারা ও গরিমা কে নষ্ট করছে।
তাই সবার কাছে আমার অনুরোধ হরিনাম সংকীর্তনে অশ্লীল নাচ গান বন্দ করুন।হরিনাম কে হরিনাম হয়ে থাকতে

দিন।হরিনাম কে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মনোরঞ্জনের সাধন না করুন। হরে কৃষ্ণ।জয় গৌর,জয় নিতাই।

আরাভ খানের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারি

ঢাকা ঃ দুবাইভিত্তিক স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশি পুলিশ অফিসার হত্যার পলাতক সন্দেহভাজন আরাভ খান ওরফে রবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করেছে ইন্টারপোল। শুক্রবার সংস্থার ওয়েবসাইটে রেড নোটিশ তালিকায় তার নাম স্থান পায়। এই তালিকায়, এ পর্যন্ত ৬৩ জন বাংলাদেশির নাম স্থান পেয়েছে।
চট্টগ্রামে এক অনুষ্ঠানে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন গণমাধ্যমকে জানান, ইন্টারপোল বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পাঠানো অনুরোধ পত্র গ্রহণ করে এবং এর তিনদিন পর রেড নোটিশ জারি করে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা পলাতক আরাভ খানের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আপলোড করেছে এবং তার বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করেছে। রেড নোটিশে আরাভের ছবি, লিঙ্গ, জন্মস্থান, জন্মতারিখ, বয়স, জাতীয়তা এবং তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। ভারতীয় পাসপোর্ট নিয়ে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে গেলেও, তালিকায় তার জাতীয়তা বাংলাদেশি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলী সাবরিন সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন যে আরাভ দুবাইয়ে নজরদারিতে রয়েছেন। তখন তিনি বলেছিলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চাইলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রযোজনীয় সহায়তা দেবে। গত ১৬ মার্চ গোয়েন্দা পুলিশের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন যে দুবাইয়ে আরভ জুয়েলার্সের উদ্বোধনে অংশ নেয়া ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান এবং কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলমকে তদন্তের স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। আর, ১৮ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন বলেন, আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের মাধ্যমে

আরাভ খানকে দেশে আনার চেষ্টা চলছে। প্রাক্তন আইজিপি বেনজির আহমেদ এবং আরাভ খানের মধ্যে যোগসূত্র থাকার অভিযোগ উঠায়, প্রাক্তন পুলিশ প্রধান গত ১৯ মে তার ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে দেয়া এক পোস্টে আরাভকে চেনার বিষয়টি অস্বীকার করেন।
প্রাক্তন পুলিশ প্রধান তার স্ট্যাটাসে লিখেছেন, আমি আপনাদের সবাইকে জানাতে চাই যে আমি 'আরাভ ওরফে রবিউল ওরফে হৃদয়' নামে কাউকে চিনি না। এমনকি তার সাথে আমার প্রাথমিক পরিচয়ও নেই।
২০১৯ সালের ১১ এপ্রিল পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রাক্তন ইন্সপেক্টর মামুন এমরান খান হত্যা মামলায় আরাভ খান এবং অন্য নয়জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয়া হয়।
উল্লেখ্য, গত বছরের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ও পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথকভাবে এই নিষেধাজ্ঞা দেয়। এই কর্মকর্তাদের মধ্যে র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আইজি বেনজীর আহমেদ, র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের বর্তমান আইজি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) খান মোহাম্মদ আজাদ, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) তোফায়েল মোস্তাফা সরোয়ার, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. জাহাঙ্গীর আলম ও সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. আনোয়ার লতিফ খানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথক এক ঘোষণায় বেনজীর আহমেদ এবং র‍্যাব ৭-এর সাবেক অধিনায়ক মিফতাহ উদ্দীন আহমেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে সরকারের লড়াইয়ে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত। এতে বলা হয়েছে যে, তারা আইনের শাসন, মানবাধিকারের মর্যাদা ও মৌলিক স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ন করে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। র‍্যাব হচ্ছে ২০০৪ সালে গঠিত একটি সম্মিলিত টাস্ক ফোর্স। তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরাধীদের কর্মকান্ড সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং সরকারের নির্দেশে তদন্ত পরিচালনা করা।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বা এনজিওদের অভিযোগ হচ্ছে যে, র‍্যাব ও বাংলাদেশের অন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ২০০৯ সাল থেকে ৬০০ ব্যক্তির গুম হয়ে যাওয়া এবং ২০১৮ সাল থেকে বিচার বহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতনের জন্য দায়ী। কোনো কোনো প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এই সব ঘটনার শিকার হচ্ছে বিরোধী দলের সদস্য, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা।

রমজানে আবার ব্যবসায়ীদের লাভলালসায় অসহায় ক্রেতা

ঢাকা ঃ প্রথম রমজানে এবারও দ্রব্যমূল্যের তাপে নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তরা অসহায়। বাংলাদেশে রমজান মাসেও কেন পণ্যের দাম হু হু করে বাড়ে? সরকার, দেশের আইন, ধর্মের কথা - সবই কি ব্যবসায়ীদের লাভলালসা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ?
সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ব্যবসায়ীদের নানা সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও তাতে দৃশ্যত কোনো কাজই হয়নি। রোজার প্রথম দিনে নানা পণ্যের দাম আরেক দফা বেড়েছে। ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অবশ্য আশা করছেন, পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে যেসব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সেগুলোর সুফল দুই একদিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে। প্রথম রোজার দিনে ঢাকায় ব্রয়লার মুরগির কেজি ২৯০ টাকা আর মাংসের কেজি ৮০০ টাকায় উঠে গেছে। গত এক মাস ধরে ব্রয়লার মুরগির দাম নিয়ে কথা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এ বিষয়ে মসজিদের কয়েকজন ইমামের সঙ্গেও কথা বলেছে, জানতে চেয়েছে রমজানে দ্রব্যের দাম লাগামছাড়া হওয়ার বিষয়ে তারা কী ভাবেন, মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যবসায়ীদের প্রতি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কোনো পরামর্শ থাকে বা আছে কিনা। তারা বলেন, দাম বাড়ানোর এই প্রতিযোগিতা রোজার সংযমের যে নীতি তার বিরোধী। এটা অন্যায়।
প্রথম রোজা শুক্রবারে হওয়ায় জুমার নামাজের খুত্বায় এসব কথা বলেছেন বলেও জানান তারা। তবে ইমামরা মনে করেন, সরকারের দিক থেকেও মসজিদে এ ব্যাপারে কথা বলার আহ্বান জানানো হলে আরো বেশি ভালো হতো।
ভোক্তা এবং ভোক্তা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন, সরকারের কোনো উদ্যোগই তেমন কোনো কাজে আসছে না। 'চোর' ধর্মের কাহিনি শুনছে না। তারা মনে করেন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজন দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। রোজার প্রথম দিনে বাজারে গিয়েছিলেন সাব্বির আহমেদ। সকালে গিয়েছিলেন কারওয়ান বাজারে। ভেবেছিলেন মহল্লার বাজারে না গিয়ে কারওয়ান বাজারে গেলে বাড়তি দাম দিতে হবে না। কিন্তু তার আশা পূরণ হয়নি। তিনি বলেন, ''৭৫০ টাকা কেজিতে মাংস পাওয়া যায়,কিন্তু তা হিমায়িত বা অনেক দিন আগে ফ্রিজে রাখা মাংস। সদ্য জবাই করা মাংসের কেজি ৮০০ টাকা। ব্রয়লার মুরগি একদিন আগেও ছিল ২৮০ টাকা কেজি, কিন্তু রোজার প্রথম দিনে হয়েছে ২৯০ টাকা। একইভাবে শশা, কাঁচা মরিচ, টমেটো, বেগুন, শাকসবজি, মাছ সব কিছুর দামই একদিনের ব্যবধানে কেজিতে পাঁচ থেকে ১০ টাকা বেড়েছে। এমনকি একদিন আগে একটি বড় মাছ কাটতে নেয়া হতো ১০টাকা, প্রথম রোজায় নেয়া হয়েছে ২০টাকা। সবকিছুর দাম যেন প্রতিযোগিতা করে বাড়ানো হচ্ছে।'' ফলের দামও এক দিনের ব্যবধানে অনেকটা বেড়েছে। ৬০ টাকা কেজির কাজি পেয়ারা প্রথম রোজায় হয়েছে ৮০ টাকা। সাব্বির আহমেদ বলেন, ''আমি পেয়ারা বিক্রেতার কাছে জানতে চাই এক রাতে পেয়ারার দাম কেজিতে ২০ টাকা কীভাবে বাড়ে? জবাবে তিনি বলেন, এক রাতে অনেক কিছুই হয়ে যেতে পারে। দাম বাড়ার জন্য এক রাতই যথেষ্ট।''
ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই দ্রব্যমূল্য বেড়েছে। বাংলাদেশে গত একবছরে সেই বৃদ্ধিটা হয়েছে প্রায় অবিশ্বাস্য মাত্রায়। গত বছর এই সময়ে এক কেজি খোলা চিনির কেজি ছিল ৮০ থেকে ৮৫ টাকা, এবার বিক্রি হচ্ছে ১২০ টাকায়। গত বছর খোলা সয়াবিন তেলের লিটার ছিল ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, এবার দাম ১৭২ টাকা। গত বছর ছোলার কেজি ছিল ৮০ থেকে ৮৫ টাকা, এবার ১০০ টাকা। গত বছর রোজার শুরুতে ব্রয়লার মুরগির কেজি ছিল ১৪০ থেকে ১৬০ টাকা, এবার হয়েছে ২৯০ টাকা। মাংস ছিল ৬৫০ টাকা, এবার ৮০০ টাকা কেজি। খাসির মাংস গত বছর কেজি ছিল ৮০০ টাকা, এবার এক হাজার ১০০ টাকা।
গত বছর এই সময়ে ছোট পাঙাশ মাছ কেজি ১২০ থেকে ১৩০ টাকায় পাওয়া যেতো, সেটা এখন কিনতে হচ্ছে ১৮০ থেকে ২০০ টাকায়। রুই মাছ গত বছর ছিল ২২০ থেকে ২৫০ টাকা কেজি, এবার বিক্রি হচ্ছে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকায়। এদিকে পরিস্থিতি সামাল দিতে পোল্ট্রি খাতের বড় চারটি প্রতিষ্ঠান সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা খামার পর্যায় থেকে ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি ১৯৫ টাকার বেশি দিয়ে কিনবে না। সেই হিসেবে ব্রয়লার মুরগির দাম খুচরা বাজারে ২৪০ টাকার বেশি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তা এখনো হয়নি। তবে পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুমন হাওলাদার বলেন, ''মূল সমস্যা কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের মধ্যে। তারা আসলে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। সিন্ডিকেট করে। তারা গত ৫২ দিনে বাজার থেকে ৯৩৬ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। খামারিরা কিছু পায়নি। এবারও তারাই ব্যবসা করবে।''
আর ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম সফিকুজ্জামান বলেন, ''বাজারে ব্রয়লার মুরগির দাম অবশ্যই কমবে, তবে সময় লাগবে।'' নিত্যপণ্যের দাম নিয়ে এখন ব্যবসায়ীরাই একে অপরকে দুষছেন। এফবিসিসিআইর সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন প্রশ্ন তুলেছেন দুবাইয়ে এক কেজি গরুর মাংস ৫০০ টাকা, বাংলাদেশে ৭৫০ টাকা কেন? তিনি বৃহস্পতিবার ব্যবসায়ীদের এক সভায় এই প্রশ্ন করেন। তিনি ব্রয়লার মুরগির কেজি ২৮০ টাকাও অস্বাভাবিক বলে মন্তব্য করেন। সরকার চাইলে তারা আমদানি করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করায় ভূমিকা রাখতে প্রস্তুত বলেও জানান তিনি। কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর সহ সভাপতি এস এম নাজের হোসেন বলেন, ''এই পরিস্থিতির জন্য প্রধানত ব্যবসায়ীরাই দায়ী। তারা সিন্ডিকেট করে সব কিছুর দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। রোজাকে তারা দাম বাড়ানোর একটা মৌসুম হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন। আর সরকার যাই বলুক না কেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ঠিকমতো মনিটরিং করা হচ্ছে না। সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলো দায়িত্ব পালন করছে না।'' রোজার প্রথম দিন শুক্রবার হওয়ায় জুমার নামাজের খুত্বায়ও বাজার দরের প্রসঙ্গ উঠে আসে। মোহাম্মদপুর হাজি মফিজুর রহমান সাদ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব মুফতি গাজী সানাউল্লাহ রহমানি বলেন, ''রমজান হলো সংযমের মাস। সব ধরনের সংযম পালন করতে হবে মুসলমানদের। এই রমজানে দ্রব্যমূল্য বাড়ানোর যে প্রবণতা, এটা রমজানের শিক্ষার পরিপন্থি। তাই আমরা খুত্বায় এটা বলেছি। বলেছি ব্যবসায়ীদের দ্রব্যমূল্য না বাড়াতে।'' আরেক প্রশ্নে জবাবে তিনি বলেন, ''সরকারও মসজিদকে কাজে লাগাতে পারে। এই ধরনের বিষয়ে কথা বলার জন্য মসজিদের ইমামদের আহ্বান জানাতে পারে। তাহলে এটা আরো বেশি কার্যকর হতে পারে।''
আর ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, ''এবার বাজার মনিটরিংয়ের ওপর আমরা সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছি। এজন্য বাজার কমিটিকেও আমরা সাথে রেখেছি। কেউ যেন বাজারে সংকট তৈরি করতে না পারে, সরবারাহ বিঘ্নিত করতে না পারে, কৃত্রিম ভাবে দাম বাড়াতে না পারে তা আমরা দেখবো।''
''এর বাইরে আমাদের ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান শুরু করেছে ঢাকা শহরে। সরকারের অন্যান্য সংস্থাও কাজ করছে। কাজ করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী,'' জানান এই কর্মকতা।

সেই তিন গোল মিসের জবাব হ্যাটট্রিকে দিলেন লুকাকু

সুইডেন ঃ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে সেই ম্যাচটি হয়তো কখনোই ভুলতে পারবেন না রোমেলু লুকাকু। সেদিন রাগেক্ষোভে ঘুসি দিয়ে ডাগআউটের প্লাস্টিক দেয়ালটা যেন ভেঙেই ফেলতে চেয়েছিলেন এই স্ট্রাইকার। কি এমন হয়েছিল সেই ম্যাচে? ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে বাঁচামরার লড়াইয়ে ম্যাচটিতে সহজ তিনটি সুযোগ মিস করেছিলেন লুকাকু। বলা হচ্ছিল, সেটিই ছিল লুকাকুর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে ম্যাচ। বিশ্বকাপ থেকে ফেবারিট বেলজিয়ামের হতাশাজনক বিদায়ের জন্য কাঠগড়ায় তোলা হয়েছিল লুকাকুকেই।

সেই ম্যাচের পর বদলে গেছে অনেক কিছু। বেলজিয়ামের কোচের পদ ছাড়তে হয় রবার্তো মার্তিনেজকে। তাঁর জায়গায় আসেন ৩৭ বছর বয়সী ডমিনিকো টেডেসকো। হালকা চোট ছিল বলে বিশ্বকাপে লুকাকুকে খেলতে হয়েছিল বদলি হিসেবে। কোচের অধীনে কাল শুরুর একাদশে ফিরেই নিজের সেরা সময়টা যেন ফিরিয়েছেন লুকাকু। ২০২৪ ইউরোর বাছাইপর্বে সুইডেনের বিপক্ষে ম্যাচে সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে খেলে তিন গোল মিসের জ্বালা মিটিয়েছেন হ্যাটট্রিক করে।

সুইডিশদের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করার পথে লম্বা সময়ের গোল খরাও মিটিয়েছেন লুকাকু। ৩৫ মিনিটে হেড দিয়ে দলের প্রথম গোলটি করেন এ ইন্টার মিলান স্ট্রাইকার। ২০২১ সালের অক্টোবরের পর জাতীয় দলের জার্সিতে এটিই লুকাকুর প্রথম গোল। বিরতির পর ৪৯ মিনিটে স্ট্রাইকারসুলভ সুযোগসন্ধানী ফিনিশিংয়ে আদায় করে নেন নিজের দ্বিতীয় গোল। এরপর ৮২ মিনিটে হ্যাটট্রিক গোলটিও ছিল নিখুঁত ফিনিশিংয়ে।

ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপের সেই ম্যাচে ৬০ মিনিটে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন লুকাকু। দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে পোস্টের খুব কাছে গিয়ে শট নিয়েছিলেন কারাসকো। এগিয়ে এসে রুখে দেন ক্রোয়েশিয়া গোলকিপার দমিনিক লিভাকোভিচ। বল পেয়ে যান লুকাকু। তার জোরালো শট পোস্টে লেগে দিক পাল্টে যায়। এরপর খালি পোস্ট পেয়েও গোল করতে পারেননি। তাঁর হেড চলে যায় বাইরে। ৯০ মিনিটে থরগান হ্যাজার্ডের ক্রস থেকে বল জালে জড়ানোর সুযোগ ছিল লুকাকুর। কিন্তু বুক দিয়ে বল রিসিভ করে সুযোগ নষ্ট করেন তিনি।

সুইডেনের বিপক্ষে কাল দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকে এখনো হারিয়ে না যাওয়ার বার্তাটাও দিয়েছেন লুকাকু। কিন্তু দুর্দান্ত এ জয়ের পরও দলের কাছ থেকে আরও কিছু চান নতুন কোচ টেডেসকো। লুকাকুদের কাছ থেকে তাঁর চাওয়াটা যে আরও বেশি। ম্যাচ শেষ বেলজিয়ান কোচ বলেছেন, 'আমি দল নিয়ে সন্তুষ্ট, কারণ কোনো জয়ই সহজ নয়। তবে আমরা এই ম্যাচটা একটু স্নায়ুচাপে শুরু করেছি। কিছু বল হারিয়েছি, যা হারানো উচিত হয়নি। আমরা আরও ভালো ফুটবল খেলতে পারি, আমাদের উন্নতি অনেক সুযোগ আছে। সব মিলিয়ে আমি সন্তুষ্ট।'

মেসির ৮০০ গোলের ৮ গল্প

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ লিওনেল মেসির জন্য প্রায় প্রতিটি ম্যাচই এখন মাইলফলকময়। মাঠে নামলেই গোলে, গোল সহায়তায়, ম্যাচসংখ্যায় কিংবা অন্য কোনো মানদণ্ডেকোনো না কোনো মাইলফলক স্পর্শ বা রেকর্ড গড়ছেনই। আজ যেমন পানামার বিপক্ষে ম্যাচে পেশাদার ক্যারিয়ারের ৮০০তম গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে করা এই ৮০০ গোলের যাত্রাপথে ছিল স্মরণীয় সব মুহূর্ত, দারুণ সব কীর্তির গল্প। আট শ গোল পূর্ণ হওয়ার দিনে ফিরে দেখা যাক জানাঅজানা সেই সব গল্পকথা।

দ্রুততম ৮০০

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফুটবল হিস্টরি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকসের (আইএফএফএইচএস) হিসাব অনুসারে, প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ৮০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে মাইলফলকটি স্পর্শ করার সময় রোনালদোর ম্যাচসংখ্যা ছিল ১ হাজার ৯৫। তাঁর চেয়ে ৭৮ ম্যাচ কম খেলে একই মাইলফলকে পৌঁছেছেন মেসি। অর্থ্যাৎ, দ্রুততম ৮০০ গোলের রেকর্ড এখন মেসির।

হাজার পেরিয়ে এক শর কাছে

কাতার বিশ্বকাপেই পেশাদার ক্যারিয়ারের এক হাজারতম ম্যাচের মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন মেসি। আজ ১ হাজার ১৭তম ম্যাচে স্পর্শ করলেন ৮০০ গোলের মাইলফলক। ম্যাচপ্রতি গোলগড় ০.৭৮। ৮ শছোঁয়া গোলটির সুবাদে আর্জেন্টিনার হয়ে গোলের সেঞ্চুরির কাছেও পৌঁছে গেছেন মেসি। জাতীয় দলের হয়ে তাঁর গোলসংখ্যা এখন ৯৯। বাকি গোলের মধ্যে বার্সেলোনার হয়ে ৬৭২ (৭৭৮ ম্যাচ), পিএসজির হয়ে ২৯ (৬৬) গোল তাঁর।

প্রথম তিন অঙ্ক যেখানে

৩৫ বছর বয়সে আর্জেন্টিনার মাটিতে এসেছে ৮০০তম গোল। মেসির ক্যারিয়ারের আগের সবগুলো শততম গোলই এসেছে বার্সেলোনার জার্সিতে। এর মধ্যে এক শতম গোলটিকে বেশি স্মরণে থাকার কথা। মেসির ক্যারিয়ারের শততম গোলটি এসেছিল ২০০৯ চ্যাম্পিয়নস লিগে, দিনামো কিয়েভের বিপক্ষে। শতকছোঁয়া পরের গোলগুলো এসেছিল যথাক্রমে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে ২০০তম (২০১১), রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে ৩০০তম (২০১২), গ্রেনাডার বিপক্ষে ৪০০ (২০১৪), ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ৫০০তম (২০১৬), আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ৬০০তম (২০১৮) এবং কোলচোনেরোর বিপক্ষে ৭০০তম (২০২০)।

ম্যারাডোনাকে ছাড়িয়ে

৮০০তম গোলের ম্যাচে আর্জেন্টিনার হয়ে সবচেয়ে বেশি দিন খেলার রেকর্ডও গড়েছেন মেসি। ছাড়িয়ে গেছেন ডিয়েগো ম্যারাডোনাকে। ১৯৮৬ বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের খেলোয়াড় ছিলেন ৬ হাজার ৩৫৭ দিন। আজ পানামার বিপক্ষে মাঠে নামার মাধ্যমে মেসির আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার হয়ে গেছে ৬ হাজার ৪২৭ দিনের।

বার্সেলোনায় সবই তাঁর

পেশাদার ক্যারিয়ারের প্রায় পুরোটাই কাটিয়েছেন বার্সেলোনায়। মেসির ক্যারিয়ারের বেশির ভাগ অর্জনও তাই স্প্যানিশ ক্লাবটিতেই। বার্সেলোনার ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি গোল (৬৭২), সবচেয়ে বেশি ম্যাচ (৭৭৮) খেলার রেকর্ড মেসির। ক্লাব ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি ৩৫টি মেজর ট্রফিজয়ী খেলোয়াড়ও এই আর্জেন্টাইনই।

লা লিগায় রাজা

১৭ বছর খেলেছেন লা লিগায়। স্পেনের শীর্ষ লিগের দারুণ সব রেকর্ডও মেসিরই। যার মধ্যে আছে লা লিগা ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোল (৪৭৪), এক মৌসুমে সর্বোচ্চ গোল (৫০টি, ২০১১-১২), লিগে সর্বোচ্চ গোলসহায়তা (১৯২), এক মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলসহায়তা (২১টি, ২০১৯-২০)। লা লিগায় সর্বোচ্চ হ্যাটট্রিকের (৩৬) মালিকও মেসিই।

আবার লা লিগায় বিদেশি বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ (৫২০) আর সবচেয়ে বেশি লিগ শিরোপাও (১০) তাঁরই।

চ্যাম্পিয়নস লিগেও 'প্রথম'

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে ১৪০ গোল নিয়ে সবার ওপরে রোনালদো। ১১ গোল কম নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে মেসি। তবে ইউরোপসেরার প্রতিযোগিতায় শেষ ষোলো (২৯) ও গ্রুপ পর্বে সর্বোচ্চ গোল (৮০) এবং সবচেয়ে বেশি ৪০টি ভিন্ন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে গোলের রেকর্ড মেসিরই। চ্যাম্পিনস লিগের এক আসরে এক ম্যাচে পাঁচ গোল করা প্রথম খেলোয়াড়ই মেসিই, যা করেছিলেন ২০১১-১২ মৌসুমের শেষ ষোলোয় লেভারকুসেনের বিপক্ষে।

এক বছরেই প্রায় এক শ

মেসির ক্যারিয়ারের ৮০০ গোলের প্রায় ১০০টিই এসেছিল ২০১২ সালে। সে বছর ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে ৯১ গোল করেছিলেন মেসি। ফিফার পরিসংখ্যান অনুসারে, এটিই এক পঞ্জিকাবর্ষে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসেও এক বছরের সর্বোচ্চ রেকর্ডটা মেসির।

পেলেও থাকছেন ব্রাজিলের ম্যাচে

ব্রাজিল ঃ তাঞ্জিয়ারে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় ভোর ৪টায় প্রীতি ম্যাচে স্বাগতিক মরক্কোর মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। কাতার বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বাদ পড়ার পর এটাই প্রথম ম্যাচ পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের। ম্যাচটি আরও একটি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। গত ২৯ ডিসেম্বর পেলের মৃত্যুর পর এটাই ব্রাজিলের প্রথম ম্যাচ। তিনবার বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তিকে এ ম্যাচে তাই স্মরণ করবে ব্রাজিল, সে জন্য কিছু আয়োজনও রাখা হয়েছে। ব্রাজিলকে '৫৮, ৬২ ও '৭০ বিশ্বকাপ জেতানো পেলেকে স্মরণ করে ম্যাচের আগে এক মিনিট সম্মান প্রদর্শন করবে দুই দল। মাঠের চারপাশে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং বোর্ডেও শোভা পাবে পেলের ছবি। এ জন্য ছবি প্রিন্ট করিয়েছে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। ব্রাজিল দলের জার্সিতেও থাকছেন পেলে। প্রতিটি খেলোয়াড়ের নাম ও জার্সি নম্বরের নিচে লেখা থাকবে পেলের নাম। এ নিয়ে সিবিএফ সভাপতি এদনালদো রদ্রিগেজ বলেছেন, 'পেলে সর্বকালের সেরা ফুটবলার এবং সিবিএফ তাঁকে সব সময়ই স্মরণে রাখবে। এটা তাঁর প্রাপ্য। আমার (সভাপতি মেয়াদ) মেয়াদে পেলেকে সব সময়ই স্মরণ করা হবে।'

নেইমার চোটে পড়ায় এ ম্যাচটি খেলতে পারবেন না। তাঁর পজিশনে ১০ নম্বর জার্সি পরে খেলবেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা রদ্রিগো। ব্রাজিলের হয়ে পেলে এক সময় ১০ নম্বর জার্সি পরে খেলতেন। রদ্রিগোর জার্সি হাতে সিবিএফ সভাপতির তোলা একটি ছবি ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সেখানে দেখা যায়, রদ্রিগো যে জার্সিটি ধরে আছেন তার ওপরে লেখা রদ্রিগো ও জার্সি নম্বরের নিচে লেখা পেলে।

কাতার বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়ার কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বাদ পড়ার পর ব্রাজিল কোচের দায়িত্ব ছাড়েন তিতে। তাঁর শূন্যতা এখনো পূরণ করতে পারেনি সিবিএফ। আপাতত অন্তর্বর্তীকালীন কোচ র‍্যামন মেনেজেসকে দিয়ে কাজ চালাচ্ছে ব্রাজিল।

এ বছরের মাঝামাঝিতে পূর্ণ মেয়াদে সিবিএফ কোচ নিয়োগ দিতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম 'ল্যান্স।' ব্রাজিল দল কয়েক দিন আগেই মরক্কো পৌঁছেছে। এ ম্যাচে ব্রাজিল অনূর্ধ্ব২০ দল থেকে উঠে আসা কয়েকজন খেলোয়াড়কে অভিষেকের সুযোগ করে দিতে পারেন মেনেজেস। আন্দ্রে সান্তোস, ভিতর রকি ও রনিকে দেখা যেতে পারে ব্রাজিল দলে।

ফ্রান্সে পেনশন নিয়ে জনরোষ যেভাবে বাড়ছে

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক)ঃ ঃ ফ্রান্সে পেনশন পদ্ধতিতে আনা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে লাগাতার প্রতিবাদ ক্রমেই সহিংস হয়ে উঠছে। গতকাল বৃহস্পতিবার নবম দিনের বিক্ষোভে দশ লাখ মানুষ অংশ নিয়েছে বলে জানিয়েছে ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তবে ট্রেড ইউনিয়নগুলো বলছে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে ৩৫ লাখ মানুষ।

বিক্ষোভের সময় গতকাল বহু জায়গায় অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে। বোর্দো শহরের ঐতিহাসিক পৌর ভবনের দরজায় আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড ডারমানিন বলেছেন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ৪৫৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর ৪৪১ জন সদস্য আহত হয়েছে।

বেশ কিছু শহরে দাঙ্গা পুলিশের ছোঁড়া স্টান গ্রেনেডে আহত হয়েছে বেশ কিছু বিক্ষোভকারীও।

কিছু কিছু বিক্ষোভ মিছিল শান্তিপূর্ণ হলেও প্যারিস ও বোর্দোসহ আরও কয়েকটি শহরে মিছিলের বাইরে সহিংসতা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানিয়েছেন রাজধানী প্যারিসের রাস্তাতেই ৯০৩টি অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

বোর্দো শহরের ঐতিহাসিক অষ্টাদশ শতাব্দীর টাউন হলটিতে কে আগুন লাগিয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। তবে দমকল বাহিনী কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই আগুন নিভিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

পুরো বোর্দো শহরের প্রাণকেন্দ্র এই টাউন হলে যে কেউ হামলা চালাতে পারে সেটা দেখে আমি গভীরভাবে মর্মাহত, স্তম্ভিত এবং ক্ষুব্ধ, বলেছেন শহরের মেয়র, যিনি অগ্নি কাণ্ডের মাত্র কয়েক মিনিট আগে টাউন হল থেকে বের হয়ে যান।

প্যারিসে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ চলার মধ্যেই কোথাও কোথাও পুলিশ ও মুখোশধারী বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এই বিক্ষোভকারীরা কিছু দোকানের জানলা ভেঙেছে, একটি ম্যাকডোনাল্ডের রেস্তরাঁয় হামলা করেছে এবং রাস্তার ওপর একটি ছোট দোকান জ্বালিয়ে দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী এলিসাবেথ বর্ন এক টুইট বার্তায় বলেছেন, বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং ভিন্ন মত পোষণ নাগরিকের অধিকার। কিন্তু যেসব সহিংসতা এবং জানমালের ক্ষয়ক্ষতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি তা গ্রহণযোগ্য নয়। পুলিশ এবং উদ্ধারকারী বাহিনী যাদের মোতায়েন করা হয়েছে তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

বৃহস্পতিবার বিক্ষোভকারীদের এভাবে ফুঁসে ওঠার পেছনে ছিল বুধবার প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁর টেলিভিশনে দেয়া একটি সাক্ষাৎকার। জাতীয় পরিষদে চূড়ান্ত ভোটাভুটি ছাড়াই ৪৯.৩ নামে সংবিধানের বিশেষ একটি ধারা প্রয়োগ করে সরকার অবসর গ্রহণের বয়স সংক্রান্ত এই সংস্কার পাশ করিয়েছে বলে মি. ম্যাক্রঁ এই সাক্ষাৎকারে জানান।

সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এই সংস্কার আনা হচ্ছে। এর ফলে তিনি জনপ্রিয়তা হারালেও তা তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত।

প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁ সংসদকে পাশ কাটিয়ে পেনশন পদ্ধতিতে এই সংস্কার আনায় ক্রুদ্ধ হয়েছে বহু মানুষ।

এই সংস্কার অনুযায়ী অবসর গ্রহণের বয়স ৬২ থেকে বাড়িয়ে ৬৪ করা হয়েছে।

গতকাল আমি ম্যাক্রঁর সাক্ষাৎকার শুনেছি। শুনে মনে হচ্ছিল যেন কেউ আমাদের মুখে থুতু ছুঁড়ছে, বলেন ১৯ বছর বয়স্ক আইনের ছাত্রী এডেল। এই পেনশন সংস্কার নিয়ে আইনে পরিবর্তন আনার অন্য পথও আছে। তিনি যদি সেটা না করেন! আসলে তিনি জনগণের কথা শুনতে চান না। এখানে গণতন্ত্রের স্পষ্ট অভাব রয়েছে, তিনি বিবিসিকে বলেন।

পেনশন সংস্কার যতক্ষণ না সরকার রদ করছে আমরা পথে নামা বন্ধ করব না, বলেন দমকল বাহিনীর কর্মী ক্রিস্টফ মারিন। আমাদের আন্দোলন কিছুটা থিতিয়ে পড়েছিল, কিন্তু ৪৯.৩ ধারার প্রয়োগের কথা শোনার পর ফরাসি জনগণ আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। আমরাও নতুন উদ্যমে প্রতিবাদে নামছি।

বিক্ষোভ আর অসন্তোষে ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে। তেল পরিশোধনাগার আর তেলের ডিপো অবরোধ করার কারণে জ্বালানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে।

ল্য ফিগারো ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে বৃহস্পতিবারের মধ্যে ১৫ শতাংশ পেট্রল স্টেশনে পেট্রল ও ডিজেল ফুরিয়ে গেছে।

ইউনিয়নগুলো এবং রাজনৈতিক বামপন্থীরামনে করছেন সাম্প্রতিক দফার এই হরতাল সফল হয়েছে। তবে এই প্রতিবাদ শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়াবে সে নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

বিরোধীরা বলছে তাদের প্রতিবাদ গতি হারাবে না।

যারা প্যারিসের বাসাবাড়ি ও রাস্তা থেকে আবর্জনা তুলে নিয়ে যায়, তারাও প্রতিবাদে যোগ দেওয়ায় দুই সপ্তাহের ওপর আবর্জনার বিনগুলো খালি করা হয়নি। প্যারিসের বহু এলাকায় জঞ্জাল বিন উপছে পড়ছে।

এই সংস্কারের পেছনে যুক্তি তুলে ধরে মি. ম্যাক্রঁ বলছেন তিনি যখন ক্ষমতায় আসেন তখন পেন্সনভোগীর সংখ্যা ছিল এক কোটি, এখন সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৭০ লাখে।

আমরা যত দেরি করব, তত এই সংখ্যা বাড়বে এবং (কোষাগারে) ঘাটতিও বাড়বে, বলেন মি. ম্যাক্রঁ। এখনই পদক্ষেপ নেওয়ার সঠিক সময়।

তবে অবসর গ্রহণের বয়স ৬২ থেকে বাড়িয়ে ৬৪ করার জন্য আনা এই সংস্কার কার্যকর করতে সংবিধানের ৪৩.৯ ধারা প্রয়োগ করার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে মি. ম্যাক্রঁ তার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য একটা বড়ধরনের ঝুঁকি নিয়েছেন বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

মহাকাশে নভোচারীরা কী খায়, কীভাবে খায়

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ নাসা ২০২৫ সালে চাঁদে নভোচারী পাঠানোর জন্য নতুন স্পেসস্যুটের ডিজাইন সম্প্রতি প্রকাশ করার পর মহাকাশ অভিযান আবার আলোচনায় এসেছে।

মহাকাশে নভোচারীরা কী খান, মাধ্যাকর্ষণের অভাবে ভেসে বেড়ানো খাবার কীভাবে মুখে তোলেন, মহাকাশে নভোচারীরা কেমন জীবন কাটান, এসব নিয়েও নানা প্রশ্ন তুলছেন বহু সাধারণ মানুষ।

আমেরিকার নভোচারীরা বর্তমানে মহাকাশ অভিযানের জন্য যে পোশাক পরেন, ১৯৮১ সালের পর নতুন করে পুরোপুরি তার ডিজাইন আর বদল করা হয়নি।

এখন নতুন স্পেসস্যুটের যে ডিজাইন দেওয়া হয়েছে, তা নারী নভোচারীদেরও পরতে সুবিধা হবে বলে বলা হচ্ছে। এই পোশাক যদি ছাড়পত্র

পেয়ে যায়, তাহলে আর্টেমিস থ্রি মহাকাশ মিশনে নভোচারীরা যাবেন এই পোশাক পরেই।

পাঁচ দশক পর আর্টেমিস থ্রি আবার মানুষ নিয়ে যাবে চাঁদে।

কিন্তু ওই খাওয়াদাওয়ার বিষয়গুলো? সেগুলো কীভাবে হবে? বিবিসির ফুড চেইন রেডিও অনুষ্ঠান এ নিয়ে কথা বলেছিল নাসার অবসরপ্রাপ্ত নভোচারী নিকোল স্টটের সঙ্গে। কী বলছেন তিনি?

সারাক্ষণ পিৎজার কথা ভাবতাম, স্বীকার করলেন নিকোল স্টট। তার দীর্ঘ মহাকাশ কেরিয়ারে তিনি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে দুটি আলাদা মিশনে ১০০ দিনের বেশি সময় কাটিয়েছেন। সেসময় তাকে বিশেষভাবে তৈরি খাবার খেতে হয়েছে।

দেখুন, পিৎজা মানেই ময়দার তৈরি রুটির বেসের ওপরে বেশ ঝুরঝুরে রুটির কিছু অংশ, যা চিবাতে মজা, সেইসাথে ওপরে গলা পনির আর গরম সস! বললেন তিনি।

কিন্তু মহাকাশে খাবার তৈরি করতে হয় শূন্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা মাথায় রেখে। অর্থাৎ সেখানে রুটি থাকবে না, রুটির গুঁড়ো থাকবে না, থাকলে রুটির গুঁড়ো তো বাতাসে ভেসে বেড়াবে। কাজেই পিৎজা হবে নরম ময়দার বেস দিয়ে।

প্রাতঃরাশে অবশ্য বিশেষ ভাবে তৈরি ডিম খাওয়া যায়, ছোট সাইজের ডিম ভাজা বা ওমলেটও দেওয়া হয়।

মহাকাশে নভোচারীরা প্রায়ই স্কুলের বাচ্চাদের মত এ ওর খাবারে ভাগ বসান।

লাঞ্চে আমাদের দেয়া হত স্যুপ। আর অন্য কিছু খাবার। তবে সব কিছু মোড়া থাকত ময়দার পাতলা রুটি দিয়ে। আর রাতে জাপানি কারি, যা খুবই সুস্বাদু আর আমার খুব পছন্দের।

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে কোন থালা বাটি ব্যবহার করা যায় না, কারণ সেখানে সবই শূন্যে ভেসে বেড়ায়।

নভোচারীরা যেসব খাবার খায়, তা খুবই প্রক্রিয়াজাত এবং খাবারের ওজন কমানোর জন্য খাবার থেকে সব পানি শুষে বের করে নেওয়া হয়। এরপর নভোচারীরা খাবার আগে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাতে গরম বা ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে নরম করে নেয়।

সব খাবার প্যাকেট করা থাকে, নভোচারীদের সেই প্যাকেট থালা হিসাবে ব্যবহার করতে হয় আর খাওয়ার জন্য তাদের দেয়া হয় বিশেষ চামচ। সেই চামচে হাতল থাকে খুব লম্বা। লম্বা হাতল দিয়ে প্যাকেটের ভেতর থেকে ভাত টেনে বের করে কারির ওপর রাখতে হয়। তবে তার জন্য বেশ কসরৎ করতে হয়। ভাতের সাথে কারি মেশাতে গেলে কারির ফোঁটাগুলো ভেসে বেড়ায়, মিজ স্টট বললেন।

কিন্তু ভেসে বেড়ানো খাবার খাওয়া তো কঠিন। নিকোলা স্টট কীভাবে খাওয়াটা রপ্ত করেছিলেন? ভাসমান খাবার খাওয়া কিন্তু বেশ মজার ব্যাপার। আমরা চামচে খাবার নিয়ে একে অপরের দিকে ছুঁড়ে দিতাম কিংবা চামচে করে খাবার শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তা মুখের ভেতর লুফে নিতাম। বেশ মজাই লাগত।

মহাকাশে নিজের শরীরকে আর্দ্র রাখা খুবই জরুরি। কিন্তু মহাকাশে পানি আসবে কোথা থেকে?

নভোচারীরা পৃথিবী থেকে অবশ্যই কিছু জল সঙ্গে নিয়ে যান। আর বাকিটা আসে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলা জল থেকে।

মহাকাশযানের জ্বালানি কক্ষ থেকে, বাতাসের আর্দ্রতা থেকে এমনকি প্রস্রাব থেকেও পুনরায় ব্যবহারযোগ্য জল তৈরি করা হয়।

শুনলে হয়ত নাক সিঁটকাতে ইচ্ছা হবে, কিন্তু নাসা দাবি করছে এই রিসাইকেল করা জল আমরা পৃথিবীতে যে জল খাই তার থেকেও অনেক পরিস্কার।

নভোচারীদের খাদ্য গ্রহণ এবং তাদের পুষ্টির বিষয়টা অবশ্যই কঠিন একটা চ্যালেঞ্জ। মহাকাশ ভ্রমণ নভোচারীর শরীরে যে বড়ধরনের প্রভাব ফেলে তা মোকাবেলা করতে তাদের পুষ্টিযুক্ত খাবারের ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত।

আমাদের শরীর দ্রুত বুড়িয়ে যায় মহাকাশ যাত্রায়, বলছেন নাসার প্রধান পুষ্টিবিদ স্কট স্মিথ। তিনি বলছেন মহাকাশ ভ্রমণে ওজন হ্রাস এবং হাড়ের ক্ষয় স্বাস্থ্যের জন্য বড় সমস্যা।

আমরা জানি ফ্লাইটে মানুষের ওজন কমে যায়। আমরা জানি পৃথিবীতে খাবার খেলে সেটা পেটে যেভাবে স্থায়ী হয়, অর্থাৎ পেট ভরার যে অনুভূতিটা হয়, মহাকাশে সেটা হয় না। তারা বুঝতে পারে না কতটা খেয়েছে বা পেট কতটা ভরেছে। তাই নভোচারীদের আইপ্যাড অ্যাপ দেয়া হয় যাতে তারা কী খাচ্ছে, কী পরিমাণ খাচ্ছে তার হিসাব রাখতে পারে।

মহাকাশে অন্য বড় স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে হাড়ের ক্ষয়জনিত।

নারীদের মেনোপজ বা রজোনিবৃত্তির পর হাড়ের যে ক্ষয় হয়, মহাকাশ ভ্রমণে নভোচারীদের হাড়ের ক্ষয় হয় তার দশ গুণ বেশি হারে, বলেন মি. স্মিথ।

ফলে শরীর সুস্থ রাখার জন্য নভোচারীদের সঠিক পরিমাণে পুষ্টিকর উপাদান, শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ খাওয়া খুবই জরুরি। এতে শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

যখনই কোন মহাকাশযান স্পেস স্টেশনে যায়, আমরা ছোট প্যাকেট করে তাজা ফল, সব্জি, কমলা, আপেল, বেরি জাতীয় ফল এসব পাঠাই। সেগুলো বেশিদিন তাজা থাকে না। কিন্তু সেগুলো হাতে পেলে নভোচারীরা মানসিকভাবে ভাল বোধ করেন।

মি. স্মিথ বলছেন, আমাদের ধারণা যাই থাকুক না কেন, মহাকাশে কিন্তু নভোচারীরা ভালই খাবারদাবার পান।

আমার মনে পড়ে না মহাকাশে খাবার নিয়ে আমি কখনও মন খারাপ করেছি।

স্পেস স্টেশনে যখন খাবারের সরবরাহ নিয়ে মহাকাশযান যায়, তখন নভোচারীদের পরিবাররাও খাবার দাবার পাঠান।

নিকোলা স্টটের স্বামী তাকে চকেলট পাঠিয়েছিলেন। অন্য নভোচারীরাও তাদের পরিবারের কাছ থেকে ওয়াইন, বিশেষ মাছ পেয়েছিলেন। এসব তারা ভাগাভাগি করে খেয়েছেন।

আর নভোচারীরা যদি কোন একটা খাবার বিশেষভাবে খেতে চান, সেটা মিস করেন, তারা ফেরত আসার সাথে সাথেই তাদের সেই খাবার দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

রুশ নভোচারী আলেক্সি অভচিনিন ২০১৬ সালে মহাকাশ অভিযান শেষ করে পৃথিবীতে পা রাখার সাথে সাথেই তাকে তরমুজ খেতে দেয়া হয়েছিল।

নাসা ভবিষ্যতের মহাকাশ অভিযানে নতুন খাবারের প্যাকেজ উদ্ভাবনের জন্য যৌথভাবে কাজ শুরু করে দিয়েছে কানাডার মহাকাশ সংস্থার সাথে।

মি. স্কট বলছেন এই যৌথ প্রকল্প মহাকাশে খাওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে তারা আশা করছেন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
জাতীয় খবর
বাংলা দৈনিক
রাঁচি রবিবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
26:03:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

চাঁদপুরে ২৪ জেলেকে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত

ঢাকা (এজেন্সী) : বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অভয়াশ্রম এলাকায় জাটকা ধরার অভিযোগে শুক্রবার ২৭ জেলেকে আটক করেছে নৌপুলিশ। আটকদের মধ্যে ২৪ জনকে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে এক মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। আর, অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায়, তিনজনকে পরিবারের জিম্মায় ছেড়ে দেয়া হয়। দণ্ডপ্রাপ্তদের ৬ জন শরিয়তপুরের, ৮জন চাঁদপুরের, চারজন মতলব উত্তরের এবং ৬ জন মুন্সীগঞ্জের বাসিন্দা। নৌথানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুজ্জামান জানান, ২৪ ঘন্টার অভিযানে অভয়াশ্রম এলাকায় জাটকা আহরণকালে ২৭ জনকে আটক করা হয়। পরে, কোস্টগার্ড এর চাঁদপুর স্টেশনে শুক্রবার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন মতলব উত্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আল ইমরান খান। তিনি আরো বলেন, জব্দকৃত ২টি মাছ ধরার নৌকা নষ্ট করা হয়েছে। ৩টি নৌকা কোস্টগার্ড হেফাজতে এবং ৩টি নৌথানার হেফাজতে রয়েছে। জব্দ করা প্রায় ৫ লাখ মিটার কারেন্ট জাল পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। জব্দ করা ৩৯ কেজি জাটকা দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন নিয়োগ দুর্নীতি : আবারো সমস্যায় মমতা ব্যানার্জীর দল?

কলকাতা (এজেন্সী) : পশ্চিমবঙ্গে যখন স্কুল শিক্ষক দুর্নীতি নিয়ে ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেস এমনিতেই অস্বস্তিতে, তার মধ্যেই নতুন এক দুর্নীতির কথা জানতে পেরেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। নতুন ভাবে সামনে আসা এই দুর্নীতি হয়েছে রাজ্যের বেশ কয়েকটি পে।রসভা বা পুরসভায় অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ করে, এমনটাই অভিযোগ।

নতুন এই দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় তৃণমূল কংগ্রেস এবং দলটির নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর অস্বস্তি বাড়ল বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। তৃণমূল কংগ্রেস দল বলছে তারা কোনও ধরণের দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবে না, কিন্তু একই সঙ্গে তারা অভিযোগ তুলেছে যে বিগত বামফ্রন্টের আমলেও দুর্নীতি করে অনেক শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মী নিয়োগ হয়েছে, তারও তদন্ত হোক।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হয়ে ইডির হেফাজতে আছেন প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব পার্থ চ্যাটার্জী সহ মোট ছয়জন। নগদ এবং যত স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার হয়েছে এখনও পর্যন্ত, তার মূল্য প্রায় ১১১ কোটি টাকা, এমনটাই জানিয়েছে ইডি। ওই দুর্নীতির তদন্ত চালাতে গিয়েই নতুন এক দুর্নীতি – পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির খোঁজ পেয়েছে তারা।

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রনালয়ের তদন্ত শাখা ইডি জানিয়েছে তারা স্কুল শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির একটি সূত্র ধরে অয়ন শীল নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে এমন কিছু নথি উদ্ধার করেছে, যার মাধ্যমে রাজ্যের বেশ কিছু পুরসভায় অর্থের বিনিময়ে চাকরী দেওয়া হয়েছে বলে তারা মনে করছে।

তদন্তকারী সংস্থা বলছে, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী নিয়োগ দুর্নীতির একটি মামলায় তারা অয়ন শীল নামে এক দালালকে গ্রেপ্তার করেছে এবং আগেই গ্রেপ্তার হওয়া শান্তনু ব্যানার্জী এবং মি. শীলের বাড়ি, অফিস সহ নয়টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে।

ওই তল্লাশি চালাতে গিয়েই তারা এমন গুরুত্বপূর্ণ নথি পেয়েছ, যা থেকে বিভিন্ন পুরসভায় যে বেআইনি নিয়োগ হয়েছে, তার তথ্য পাওয়া গেছে, জানিয়েছ ইডি।

গ্রেপ্তার হওয়া তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শান্তনু ব্যানার্জীর ঘনিষ্ঠ অয়ন শীল। তার একটি নিয়োগ পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা সংস্থা আছে। দক্ষিণ বঙ্গের ছয়টি পুরসভায় বিভিন্ন স্তরে নিয়োগের জন্য ওই সংস্থাটিকে বরাত দেওয়া হয় বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। সেই চাকরীগুলিই অর্থের বিনিময়ে, পরীক্ষার খাতা জালিয়াতি করে, কখনও আবার রাজনৈতিক চাপ দিয়ে বিক্রি করতেন অয়ন শীল, এমনটাই জানা যাচ্ছে।

বেআইনিভাবে নিযুক্তদের সংখ্যা কয়েক হাজার হতে পারে বলে তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান।

তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করছে যে তারা দুর্নীতির সঙ্গে কোনওদিন আপোষ করে নি এবং দলের মহাসচিব ও মন্ত্রীসভায় দ্বিতীয় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও পার্থ চ্যাটার্জীকে দল আর মন্ত্রীসভা থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

এখন নতুন করে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে, তাকে কোথাও এনডর্স করতে যায় নি তৃণমূল কংগ্রেস, বলছিলেন দলটির মুখপাত্র ও কলকাতা পে।র সংস্থার নির্বাচিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী।

তার কথায়, দুর্নীতি যে সময়েই হোক সেটা দুর্নীতিই। ২০১১ থেকে ২০২২ অবধি যদি দুর্নীতি হয়ে থাকে, তাহলে ১৯৯০ থেকে ২০১০-১১ – এই সময়ের দুর্নীতির কেন তদন্ত করছে না ইডি? আমরা তো জানতে পারছি এই চাকরী বিক্রির ঘটনায় ধৃত অয়ন শীলকে কীভাবে সিপিএম হুগলি জেলায় শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করেছিল।! তার বাড়ি থেকে তো ২০০৯ সালের চাকরী পরীক্ষার খাতা উদ্ধার হয়েছে।

তিনি আরও অভিযোগ করছেন ১৯৯৭ সালের আগে যত চাকরী হয়েছে, সব সিপিআইএমের সর্বক্ষণের কর্মী বা তাদের পরিবারের সদস্যদের হয়েছে। ভারতের প্রধান হিসাবপরীক্ষক কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের রিপোর্টেও তার উল্লেখ আছে বলে মন্তব্য মি. চক্রবর্তীর।

ঘটনাচক্রের বামফ্রন্ট আমলে যে দুর্নীতি করে চাকরী হয়েছে, সেই অভিযোগ এতদিন পরে কেন তোলা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা।

তারা বলছেন শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি এবং সর্বশেষ পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি সামনে আসার পরে এখন ক্ষমতাসীন দল জানতে পারল যে আগের আমলে দুর্নীতি হয়েছে?

সিপিআইএম পলিটব্যুরো সদস্য সুজন চক্রবর্তীর স্ত্রীও বেআইনি পথে একটা কলেজে চাকরী পেয়েছিলেন বলে পাল্টা অভিযোগ করছে তৃনমূল কংগ্রেস।

মি. চক্রবর্তী বলছেন, সরকারের কাছে তো সব তথ্য আছে যে কে কবে চাকরী পেয়েছে, তাদের যোগ্যতা কী ছিল। সেই সব তালিকা করে একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক না সরকার।

বাম নেতারা বলছেন একের পর এক দুর্নীতিতে দলের নেতারা জড়িয়ে যাওয়ায় যেভাবে অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসকে, সেদিক থেকে দৃষ্টি ঘোরাতেই এধরণের পুরনো অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরেই মমতা ব্যানার্জীর নামের আগে 'সততার প্রতীক' কথাটি লিখত প্রচারের সময়ে। নিম্ন মধ্যবিত্ত এলাকায় টিনের চালের বাড়িতে তার অতি সাধারণ জীবনযাপন, সাধারণ শাড়ি হাওয়াই চপ্পল পড়ে ঘোরা – এসবই তার সেই সৎ ভাবমূর্তি তৈরি করেছিল। মমতা ব্যানার্জীর যে ভাবমূর্তি ছিল, সেটা এখন প্রশ্নের মুখে। একই সঙ্গে তার ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জীর ভূমিকাও। তাই আজকাল কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও প্রচারে আর 'সততার প্রতীক' কথাটা লেখা হয় না, বলছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক আশিস ঘোষ।।

মমতা ব্যানার্জী সবসময়ে সাদা শাড়ি পরেন, সেই শাড়িতে কি প্রতীকী ভাবে হলেও তাহলে কালির ছিটে লাগছে?

তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী অবশ্য বলছেন, একদমই নয়।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে সঠিকভাবে 'হ্যান্ডেল' করতে পারেননি রাহুল গান্ধী

আজাদ শীর্ষক বইয়ে খড়াবেই কংগ্রেস নেতার অক্ষমতাকে তুলে ধরলেন গোলাম নবী আজাদ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি : অসমের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে বিফল হয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে সঠিকভাবে 'হ্যান্ডেল' করতে পারেননি রাহুল। আগামী ৫ এপ্রিল প্রকাশযোগ্য নিজের লেখা আজাদ শীর্ষক আত্মজীবনীতে এই বিষয়টির খোলাসা করেছেন কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করা নেতা গোলাম নবী আজাদ। শুধুমাত্র এটা নয়, রাহুল গান্ধী কিভাবে অসমের দুই নেতা ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর নেতৃত্বের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন সেটার উল্লেখ করেছেন বইটির লেখক গোলাম নবী আজাদ। আজাদ শীর্ষক নিজের আত্মজীবনীতে প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা গোলাম নবী আজাদ লিখেছেন তিনি সে সময়ে রাহুল গান্ধীকে অসমের ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। হিমন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কদের নিয়ে বিদ্রোহ করে কংগ্রেস দল ত্যাগ করতে পারেন বলে আশঙ্কা করে বিষয়টি তিনি রাহুল গান্ধীকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময় নেতৃত্ব পরিবর্তন না করার ক্ষেত্রে রাহুল গান্ধীর মনোভাব অবশেষে পরিস্থিতি অধিক জটিল করে দিয়েছিল। এর পরিনিতি সম্পর্কে আন্দাজ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। এক্ষেত্রে গোলাম নবী আজাদ লিখেছেন কিভাবে তিনি এই সম্পূর্ণ বিষয়টি তৎকালীন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে অবগত করিয়েছিলেন। কিন্তু এই সংক্রান্তে সবিস্তার জানানোর পরও সোনিয়া গান্ধী উল্টো তাকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে সতর্ক করে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আগামী ৫ এপ্রিল প্রকাশের দিন ধার্য করা গোলাম নবী আজাদের আজাদ শীর্ষক আত্মজীবনীতে কংগ্রেসের ভিতরের এই ধরনের বহু তথ্যের খোলাসা হতে চলেছে। প্রায় ৫০ দশক ধরে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকা জ্যৈষ্ঠ নেতা গোলাম নবী আজাদ দল ত্যাগ করার পর অবশেষে কংগ্রেসের বহু রহস্য উদঘাটন করতে চলেছেন। প্রসঙ্গত কংগ্রেস ত্যাগ করার পর জম্মু এবং কাশ্মীরে ডেমোক্রেটিভ প্রগ্রেসিভ আজাদ পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছেন গোলাম নবী আজাদ।

বাংলাদেশ ৫৩ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করবে রবিবার

ঢাকা : মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে রবিবার ৫৩ তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন করতে প্রস্তুত বাংলাদেশ। শুক্রবার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে পৃথক বাণী দেবেন। সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে সশস্ত্র স্যালুট ও পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হবে। সূর্যোদয়ের সময় সকল সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ সব ভবন ও স্থাপনায় আলোকসজ্জা করা হবে। স্বাধীনতা দিবসে, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, শিশু একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনের আযোজন করবে। মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শহীদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারকে সম্মাননা দেয়া হবে। বাংলাদেশ ডাকঘর বিভাগ দিবসটি উপলক্ষে একটি বিশেষ স্মারক ডাকটিকিট উন্মোচন করবে। দেশের শান্তি, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা করবে।হাসপাতাল, জেল, শিশু নিবাস, বৃদ্ধাশ্রম, ডে কেয়ার সেঃটারের মতো প্রতিষ্ঠানে বিশেষ মানের খাবার বিতরণ করা হবে। শিশু উদ্যান এবং জাদুঘরগুলো সারা দিন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এছাড়া, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের জাহাজ দুপুর ২টা থেকে সাধারণ মানুষের জন্য খোলা থাকবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত চট্টগ্রাম খুলনা, মোংলা, পায়রা বন্দর এবং বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, চাঁদপুর টার্মিনাল ভ্রমণ করতে পারবে মানুষ। স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এবং বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের দূতাবাসে বিভিন্ন কর্মসূচির আযোজন করা হবে।

সিরিয়ার ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের ঠিকাদার নিহত, ইরানের আইআরজিসি স্থাপনার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশোধ

ওয়াশিংটনঃ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী বলেছে, তারা বৃহস্পতিবারের একটি ড্রোন হামলার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব সিরিয়ার লক্ষ্যবস্তুতে একাধিক সুনির্দিষ্ট বিমান হামলা চালিয়েছে। ঐ ড্রোন হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের একজন ঠিকাদার নিহত হয়েছেন। পেন্টাগন বলেছে, ঐ ঠিকাদার, বৃহস্পতিবার উত্তর পূর্ব সিরিয়ায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন জোটের একটি ঘাঁটিতে একবার ব্যবহার যোগ্য ড্রোন হামলায় নিহত হয়েছেন। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, ড্রোনটি ইরানের তৈরি বলে অনুমান করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন এক বিবৃতিতে বলেছেন, বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ায় ইরানের ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড কোরের সাথে যুক্ত গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা ব্যবহৃত স্থাপনাগুলোর বিরুদ্ধে আনুপাতিক এবং ইচ্ছাকৃত সুনির্দষ্ট হামলার মাধ্যমে প্রতিশোধ নিয়েছে। পেন্টাগন জানায়, ড্রোনটি স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ৩৮ মিনিটে সিরিয়ার হাসাকার ঘাঁটিতে একটি রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রে আঘাত হানে। হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচজন সেনা সদস্যসহ আমেরিকার আরো ছয়জন নাগরিক আহত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আহত সেনা সদস্যদের মধ্যে দুজনকে ঘটনাস্থলেই চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। অন্য তিনজনকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের

ঠিকাদারকে ইরাকে অবস্থিত জোটের চিকিৎসা কেন্দ্রে সরিয়ে নেয়া হয়। সিরীয় কুর্দি বাহিনীকে ইসলামিক স্টেট সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর পুনরুত্থান ঠেকাতে সাহায্য করার জন্য, পূর্ব সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৯০০ সেনা সদস্য রয়েছে। সেন্টকম কমান্ডার জেনারেল এরিক কুরিল্লার মতে, ২০২১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ড্রোন এবং রকেট ব্যবহার করে ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীগুলো ইরান এবং সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের ওপর ৭৮ বার হামলা চালিয়েছে।